নানা
অনুভূতি জড়ানো
বিয়ের গয়না
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-207 ■ 28 April, 2026 ■ আগরতলা ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১৪ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
১৪৩৩
নতুন বছরের
শুভেচ্ছা

বাংলায় মানুষকে সেবা করাই এবার আমার নিয়তি ঃ মোদি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার বলেন, এবার বাংলার মানুষকে সেবা করাই তাঁর নিয়তি।

উত্তর ২৪ পরগনার জগতদলে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সেবা করা এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবার আমার নিয়তিতে লেখা আছে। তাই এটি আমার দায়িত্বও। আমি এই দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে যাব না। এই বিধানসভা নির্বাচন পূর্ব ভারতের ভাগ্য বদলের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন, কেন এই নির্বাচন পূর্ব ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, অঙ্গ (বিহার), বঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গ) এবং কলিঙ্গ (ওড়িশা) এই তিনটি স্তম্ভ ভারতের সমৃদ্ধির ভিত্তি। এর মধ্যে কোনও একটি দুর্বল হলে গোটা দেশই প্রভাবিত হয়।

তিনি আরও বলেন, "এবার পশ্চিমবঙ্গে এটি আমার শেষ প্রচারসভা। আমার সভাগুলিতে যে জনসমাগম ও উৎসাহ দেখেছি, তাতে আমি নিশ্চিত ৪ মে-র পর নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আবার পশ্চিমবঙ্গে আসতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ ঃ দ্বিতীয় দফা ভোটের সরব প্রচার শেষ

ভোট ২৯ শে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটকে সামনে রেখে সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল সরব প্রচার। এর সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হয়েছে বাধ্যতামূলক ৪৮ ঘন্টার নীরবতা পর্ব।

প্রচারের শেষ দিনে উত্তর ২৪ পরগনার জগৎদলে শেষ নির্বাচনী সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এদিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করবে এবং আগামী মাসেই তিনি প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখতে আবার বাংলায় আসবেন।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার কলকাতার উপকণ্ঠ বেহালায় একটি রোড শো-তে অংশ নেন। তিনি জানান, ৪ মে ভোটগণনার পর সম্ভাব্য পরবর্তী হিংসা রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী দীর্ঘ সময় রাজ্যে মোতায়েন থাকবে।

আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের মোট ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এই কেন্দ্রগুলি বিস্তৃত রয়েছে নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতাজুড়ে। মোট ১,৪৪৮ জন প্রার্থী এই দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ইভিএম এবং ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের রঙিন ছবি, সিরিয়াল নম্বর, নাম এবং প্রতীক বড় অক্ষরে ছাপানো থাকবে, যাতে ভোটারদের সুবিধা হয়।

এবারের ভোট হবে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। মোট ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, যার মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শপথ নিলেন মথার নবনির্বাচিত ২৪ সদস্য

KOKCHAP NOK

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এডিসি সদর দপ্তর খুমুলুঙের পরিষদীয় ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের আইন সচিব শংকরী দাস আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ২৮ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ২৪ জনকে শপথ বাক্য পাঠ করান। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিজেপির চারজন নির্বাচিত এমডিসি এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পরিষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রাভেল হেমেন্দ্রকুমার। শপথ গ্রহণ পর্বে দর্শক আসনে উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন, দলের সভাপতি বিজয় রাঙ্খল, দলের সম্পাদক তথা রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা সহ দলীয় নেতা-কর্মীরা।

শপথ গ্রহণের পরপরই এক্সিকিউটিভ অফিসার নবগঠিত টিটিএএডিসি-র প্রথম সভা পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যান হিসেবে জেলা পরিষদ সদস্য জগদীশ দেববর্মার নাম ঘোষণা করেন।

প্রথা অনুযায়ী তিনি সভা সম্বোধন করার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য সভার কার্যক্রম মুলতবি ঘোষণা করেন।

এদিন, শপথ গ্রহণের পর মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন উন্নত এডিসি গঠনের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দেন। তিনি জানান, স্বশাসিত জেলা পরিষদকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, এবং জনসাধারণের মৌলিক পরিষেবার উন্নয়নকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হবে।

এছাড়াও শিক্ষা, পানীয়জল, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর দিকেও নজর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি, উপজাতি এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

এডিসির পরামর্শদাতা হবেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন নির্বাচন পর্ব মিটে যাবার পর এডিসি এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ আগরতলায় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি জানান নির্বাচন এবং শপথ গ্রহনের মধ্য দিয়ে নতুন এডিসি গঠন করা হয়েছে। এডিসির মুখ্যকার্যনির্বাহী সদস্য, নির্বাহী সদস্য কে হবেন তা দল পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ করবে। তবে তিনি নিজে এডিসি এলাকার একজন পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন কেন্দ্র রাজ্য ও তিপ্রা মথা দলের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসিতে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ

সরব প্রদেশ কংগ্রেস বিক্ষোভ বেকারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। টিটিএএডিসি-তে সাম্প্রতিক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। সোমবার আগরতলার কংগ্রেস ভবন থেকে জারি করা এক প্রেস বিবৃতিতে এই অভিযোগ জানানো হয়।

কংগ্রেসের দাবি, টিটিএএডিসি-তে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি এবং যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে পক্ষপাতদুষ্টভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার বৃদ্ধের চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ এপ্রিল ।। নিজ বাড়ির বারান্দায় এক প্রবীণ ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই তেলিয়ামুড়া থানাধীন জয়ন্ত কলইপাড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎই এলাকার বাসিন্দারা দেখতে পান, মহেন্দ্র দেববর্মা তাঁর বাড়ির বারান্দায় ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। ঘটনাটি চোখে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে দেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

তবে কী কারণে এই আত্মঘাতী ঘটনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাকে ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে ঃ পরিষদীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা বিধানসভার একটি এক দিনের বিশেষ অধিবেশন আগামী ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনে ভারতীয় নারীদের সাংবিধানিক অধিকার আরও সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার পাশাপাশি 'নারি শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এর মাধ্যমে ১৩১তম সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পুনরায় উত্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হবে।

আজ বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির (বিএসি) বৈঠক শেষে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই তথ্য জানিয়েছেন।

মন্ত্রী জানান, মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় সহ ১৭ জন সদস্যের জমা দেওয়া একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে স্পিকার রামপদ জমাতিয়া এই অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

তিনি বলেন নোটিস অফ মোশন আকারে জমা দেওয়া ওই আবেদনে দেশের সব সংসদীয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্মতি গড়ে তোলার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরুর জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এছাড়া, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে ১৩১তম সংশোধনী বিল (নারি শক্তি বন্দন অধিনিয়ম)-এর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ পুনরায় গ্রহণের কথাও এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন এই বিষয়টি নিয়ে বিধানসভার ১৭ জন সদস্য স্পিকারের কাছে লিখেছিলেন, যার ফলে ৩০ এপ্রিল অধিবেশন ডাকা হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্পিকার এই অধিবেশন আহ্বান করেছেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে আজ বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশাগলড় গুলিকান্ডে মূল অভিযুক্ত রণবীর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। গুলি কাণ্ডের ঘটনায় নাটকীয় মোড় নিয়ে আজ বিশালগড় আদালত চত্বরে গ্রেফতার হলেন মূল অভিযুক্ত রণবীর দেবনাথ। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকার পর হঠাৎই আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন রণবীর দেবনাথ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রণবীর দেবনাথ হঠাৎই অর্ধনগ্ন অবস্থায় আদালত চত্বরে এসে ধর্নায় বসেন। তাঁর অস্বাভাবিক আচরণ মুহূর্তেই সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও আদালতের কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়ায়। পরিস্থিতি দ্রুত

উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিরাপত্তারক্ষীরা হস্তক্ষেপ করেন। পরে তিনি নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন বলে জানা গেছে। বিশালগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকেই তাঁকে আটক করা হয় এবং গুলি চালনার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এলাকায়। স্থানীয়দের একাংশের মতে, শুধু গুলি কাণ্ড নয়, একজন পলাতক অভিযুক্ত কীভাবে নির্বিঘ্নে আদালত চত্বরে প্রবেশ করে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারলেন, তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রণবীর দেবনাথের উদ্দেশ্য কী ছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকান্তরে তুমি

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়। নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা। ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ।।"

মৃন্ময় চৌধুরী (গদাই)

জন্ম ঃ ১২.০৩.১৯৭৮ইং ◆ মৃত্যু ঃ ০৯.০৫.২০২৫ইং

নীরবে চলে গেলে, না বলে কোন কথা,
বুকভরা হাহাকার, হৃদয়জুড়ে ব্যথা।
মহাসিন্ধুর ওপাড়ে চলে গেলে একা,
খুঁজে বেড়াই তোমায় তবু, পাই না তোমার দেখা,
আশায় বেঁধেছি বুক—পূর্ণজন্ম নিয়ে,
আবার এসো তুমি, আমাদেরই হয়ে।

তিথি অনুযায়ী প্রথম প্রয়াণবার্ষিকীতে পারলৌকিক ক্রিয়া
২৮ এপ্রিল'২৬। রামঠাকুর রোডস্থিত নিজবাসভবন, আগরতলা।

বেদনাহতচিত্তে স্মৃতিতর্পণ

মৃণাল কান্তি চৌধুরী (বাবা), পূর্ণিমা চৌধুরী (মা), ইন্দু চৌধুরী (স্ত্রী), মেঘা-ইধা (মেয়েরা), শিশির কান্তি চৌধুরী, মিহির কান্তি চৌধুরী (কাকারা), সুচিত্রা চৌধুরী, শিখা চৌধুরী (কাকিমারা) ও পরিবারবর্গ এবং কালিকা জুয়েলার্সের কর্মীবৃন্দ।

বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা করেছে বিদেশ মন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, "দীনেশ ত্রিবেদীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি খুব শীঘ্রই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।"

ত্রিবেদী ২০১১ সালে রেলমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার মধ্যেই তাঁর এই নিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি, ৮ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খালিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করা হয়।

এই সফরটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি ছিল কোনও বাংলাদেশি মন্ত্রীর প্রথম ভারত সফর। এর মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক পুনর্গঠনের ইঙ্গিত মিলেছে।

এর আগে, বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে ভারত 'ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যতমুখী' দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পর্ক জোরদার করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

ফেব্রুয়ারিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বাংলাদেশে গিয়ে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালবৈশাখীর তান্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কাঁঠালিয়া, সাব্রুমে, বিদ্যুৎহীনতায় দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / সাব্রুম, ২৭ এপ্রিল ।। কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া ব্লকের একাধিক পঞ্চায়েত এলাকা। রবিবার সন্ধ্যায় প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ শুরু হওয়া প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা সামনে এসেছে। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চলা দমকা হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বর্ষণে বহু বাড়িঘর, গাছপালা এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হঠাৎ করে আছড়ে পড়া ঝড়ে বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে বাড়িঘরের উপর ভেঙে পড়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। অনেক জায়গায় রাস্তাঘাট সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি ও তারের উপর গাছ পড়ায় পুরো এলাকাজুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী দু'দিন রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির সর্তকবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় আগামী দুই দিন ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, রাজ্যের একাধিক এলাকায় মাঝারি থেকে প্রবল বজ্রঝড়, বিদ্যুৎ চমকানো, দমকা হাওয়া এবং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মৌসম বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, বিশেষ করে খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আবহাওয়ার প্রভাব বেশি পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই দুই জেলায় ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিকে আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
১৪ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বিপাকে পাকিস্তান

সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত হওয়া নিয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা এখন চরমে। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের এপ্রিলে কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে পাকিস্তান বর্তমানে বড় ধরনের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়িয়াছে।ভারত চুক্তি স্থগিত করিবার এক বছর পর, ২০২৬ সালের এপ্রিলে পাকিস্তান বিষয়টি নিয়া রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে দ্বারস্থ হইয়াছে। পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইশাক দার নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি লিখিয়া ভারতের এই সিদ্ধান্তকে ’অবৈধ’ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তাহাদের লক্ষ্য হইলো এই ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া এবং ভারতের ওপর বৈশ্বিক চাপ সৃষ্টি করা।জলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করিতেছে। শাহবাজ শরিফ আন্তর্জাতিক মঞ্চে অভিযোগ করিয়াছেন যে ভারত সিন্ধু নদের জল আটকাইয়া দিয়া পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন করিতেছে। একে তাহারা ’মানবিক বিপর্যয়’ হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের মাধ্যমে ভারতকে চুক্তিতে ফিরিয়া আসিবার জন্য বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছে। ২০২৫ সালে একটি রায়ে আদালত চুক্তির বৈধতা পুনর্ব্যক্ত করিলেও, ভারত তার অবস্থানে অনড়। পাকিস্তান এখন সেই রায়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করিয়া ভারতের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়াইতেছে। সিন্ধু, ঝিলাম ও চেনাব নদীর জল পাকিস্তানের কৃষিকাজের মূল উৎস। ভারত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণ শুরু করায় পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বড় হুমকির মুখে পড়িয়াছে।শাহবাজ শরিফ হুঙ্কার দিয়া বলিয়াছেন যে পাকিস্তান তাহাদের ভাগের ’এক ফোঁটা জলও’ ছাড়িবে না। এমনকি সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের পক্ষ থেকেও ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে।ভারতের কঠোর অবস্থানের কারণে পাকিস্তান এখন কোণঠাসা। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বন্ধ থাকায় শাহবাজ সরকার এখন রাষ্ট্রসংঘ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং বিশ্বব্যাংককে ব্যবহার করিয়া জল আদায়ের শেষ চেষ্টা চালাইতেছে। তবে ভারত স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, সীমান্ত পারের সন্ত্রাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বিপাকে পাকিস্তান! জল আদায়ে এইবার নয়া ছক শাহবাজ সরকারের

১৯৬০ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।প্রবল গরমে মে মাস পড়ার আগে থেকেই হাঁসফাঁস দশা গোটা দেশে। শুকোতে শুরু করিয়াছে বিভিন্ন নদনদী। জলের অভাবে ত্রাহি মধুসূদন দশা উত্তর ভারতের। আর রাজনৈতিক সীমারেখা না মানিয়া একই অবস্থা ভারত সংলগ্ন প্রতিবেশী দেশগুলিতেও। ঘরের পাশের পাকিস্তানও তাহার ব্যতিক্রম নয়। তার উপর সিন্ধুর জল বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে ভারত। ঠিক এক বছর আগে পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর হামলার ঘটনার পর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে অবনতি হওয়ায় সিন্ধুর জল বন্ধ করিয়াছে ভারত। তাহাতেই অবস্থা আরও করুণ হইয়াছে ইসলামাবাদের। প্রতিবেশী দেশে ঢুকিয়া জঙ্গি হামলা করানোর বদলে এমন ‘জলে মরিতে হইবে’, তাহা বোধহয় পাকিস্তান কল্পনাও করিতে পারেনি।গত এপ্রিলে বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গি হামলার পর ভারত স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছিল ‘রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না।’ তবে গত এক বছর ধরিয়াই পাকিস্তান বাকি দুনিয়ার কাছে নিজেদের অবস্থান নিয়া ‘ভিক্টিম কার্ড’ খেলিয়া চলিয়াছে। ভারত কেন তাহাদের ‘জল দিতেছে না’ এই অভিযোগ তুলিয়া নানাভাবে অন্যান্য দেশের থেকে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা চালাইতেছে চ্ছ তাহারা। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, আপাতত সাময়িকভাবে তাহা স্থগিত রাখিবার কথা জানাইয়াছে নয়াদিল্লি। ভারতের এই পদক্ষেপকে ভিয়েনা চুক্তির বিধিভঙ্গ হিসাবে দাবি করিয়াছে ইসলামাবাদ। পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারিও এ বিষয়ে এক বৈঠক ডাকেন। যেখানে সিন্ধুর জল নিয়া কথা হইলেও সন্ত্রাসে মদত দেওয়া নিয়া পাকিস্তানের অবস্থানের বিষয়টি উহ্য রাখা হইয়াছে সযত্নে। গত সপ্তাহেই দেশের জল পরিস্থিতি নিয়া এই আলোচনা রাখিয়াছিলেন জারদারি।

কিছুদিন আগেই বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রসংঘে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ বলিয়াছেন, “চুক্তির পবিত্রতা রক্ষার কথা বলিবার আগে পাকিস্তানকে অবশ্যই মানবজীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। যতক্ষণ না ‘বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দু’ পাকিস্তান তাহার আচরণ শুধরে নেয়, ততদিন সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়া কোনও কথা হইবে না।” পি হরিশ বলিয়াছেন, “ভারত বরাবরই একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র। কিন্তু দায়িত্ববোধ দ্বিমুখী। পাকিস্তানকে অবশ্যই তাহার রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার হিসাবে সন্ত্রাসবাদকে নিঃশর্তভাবে পরিহার করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক জল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের আচরণ ব্যাঘাত ঘটাইতেছে বলিয়াও দাবি করে ভারত। যে অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল সকলের জন্য নিরাপদ জল ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা। কিন্তু পাকিস্তানের কৃষি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন দুটোই সিন্ধুর জলের উপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল যাহা ধাক্কা খাইয়াছে গত এক বছরে। তবে পাকিস্তান সন্ত্রাস প্রসঙ্গ সযত্নে সরাইয়া রাখিয়া নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বলে দাবি করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে সমানে। যাহার মূল্যও কড়ায়গন্ডায় দিতে হইতেছে তাহাদের।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন

আব্দুর রাজ্জাক

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের (১৯১৪-১৯৯৯) বর্তমান লেখাটি তাঁর ‘অবিভক্ত ভারতের রাজনৈতিক দল’ শীর্ষক অসমাপ্ত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ থেকে নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর এ গবেষণাকর্ম ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেন। বর্তমান অধ্যায়টিতে যেমন তেমনি ওই গবেষণাগ্রন্থের অন্তর্গত অন্যান্য অধ্যায় যেমন: ভারতে ক্ষমতার প্রয়োগ এবং প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিবর্তন প্রসঙ্গে; বেসরকারি ইউরোপীয় সম্প্রদায়: ভারতের রাজনৈতিক শ্রেণিসমূহ; সংবাদপত্র এবং তার তাতর্য; ভারতে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা প্রভৃতি শিরোনামের আলোচনার মধ্যেও ঊনবিংশ শতকের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অধ্যাপক রাজ্জাকের চিন্তাপূর্ণ বিশ্লেষণের পরিচয় রয়েছে। এটা দুঃখজনক যে অধ্যাপক রাজ্জাকের নিস্পৃহতার কারণেই তাঁর এই মূল্যবান গবেষণাকর্ম পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়নি। অনূদিত বর্তমান প্রবন্ধটির (বক্তব্য, প্রবন্ধ পত্রিকা, শ্রাবণআশ্বিন ১৩৮৪, সম্পাদকমুহাম্মদ জাহাঙ্গীর) মূল ইংরেজি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল নিউ ভ্যালু সাময়িকীর নবম খণ্ডে, দ্বিতীয় সংখ্যায়, ১৯৫৭ সালে। ইংরেজি এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত খান সারওয়ার মুরশিদ (১৯২৪-২০১২)। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি ঐতিহাসিক অবদান ছিল। বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে সমাজ তৈরি হয়েছিল তার মনোজগতটি আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর এই অভিসন্দর্ভ-এর মাধ্যমে। সম্প্রতি পেরিয়ে গেল অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের জন্মশতবর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি নানা কারণে হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সমসাময়িককালে কিংবদন্তি। সংখ্যার বিচারে তাঁর লেখা খুবই কম। তবে পড়াশোনার পরিধি ও প্রজ্ঞা মুখ্যত কাজ করেছিল তাঁর এই কিংবদন্তি ইমেজ গড়ে ওঠার পেছনে।

স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন ভাবুক ও দার্শনিক প্রকৃতির। তিনটি প্রজন্মকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট তিন প্রজন্মের জ্ঞানচর্চায় তাঁর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছিল তাদের পাথেয়। আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থানপর্বের তিনি ছিলেন নিবিড় পর্যবেক্ষক ও ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবকস্থানীয়।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর অভিসর্নভ-এ যে দিকটি তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন তা হলো প্রথমত: স্বাধীনতা অর্জন সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে ভারত কেন খণ্ডিত হওয়ার ভাগ্য বরণ করল; আর ভারতেই এই বিভক্তি হয়েছিল মুখ্যত ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে, দ্বিতীয়ত: তিনি ভারত বিভক্তির মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের চিন্তার আবহাওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর এর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন চিরন্তন অবদান বিধৃত ভারতের দুটি স্বদেশি সাহিত্যেবাংলা ও উর্দুতে। এই দুই সাহিত্য ধরে রেখেছে উনিশ শতকের গোড়ায় সূচিত ‘অন্তরের অনুসন্ধান’-এর ফলাফল। আবদুর রাজ্জাকের মতে, ‘ভারত ভাগ হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আপসহীন বিরোধের পরিণাম’। তিনি আরও লিখেছেন ‘ভারতে কংগ্রেস বা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলোর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য থেকে ফুটে উঠেছে যে এসবের সর্বাত্মক নেতৃত্বে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি’। আর এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুখ্যত ঔপনিবেশিক প্রয়োজনেই সৃষ্টি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আবদুর রাজ্জাক জোরালোভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর বৈশিষ্ট্যের ওপর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিণতির শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়নি। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, ঔপনিবেশিক সরকার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি পরস্পরের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। তাঁর মতে, ‘রাজনৈতিক আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে। এই শ্রেণিই ছিল মুখ্য। এদের মাধ্যমেই সরকার তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখত। সরকারের এই শ্রেণির গলা টিপে ধরার প্রশ্নই উঠত না; কারণ তা ছিল সরকারের নিজেরই গলা টিপে ধরার শামিল’। অধ্যাপক রাজ্জাকের এই বিশ্লেষণ, নয়া ঔপনিবেশিকবিশ্বায়নের এই যুগেওএই সম্পর্কের চিত্রটি অনেকটা সমমাত্রিক।

এই জ্ঞান সাধক আজীবনই কাটিয়ে গেছেন এক সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্য করে নতুন প্রজন্ম ও প্রতিচিন্তার পাঠকদের সামনে, তাঁর অভিসন্দর্ভ-এর অনূদিত অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ করা হলো। আশা করি পাঠক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবেন সামাজিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী নিমিত্তসমূহ থেকে আলাদা করে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি-সম্পর্কিত। ইংরেজি জানা এই শ্রেণির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব নিরূপণের জন্য এর সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই শ্রেণির সদস্যরা যে পরিবেশে বসবাস করত তা স্মরণ রাখা এবং তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য তাদের আপ্তশিক্ষার আধেয় বিষয়সমূহের দিকেও লক্ষ করা দরকার। এই শিক্ষার স্বরূপ এবং রাজনৈতিক সম্প্রসারণেবিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের ক্ষেত্রেতার ভূমিকা এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ থেকে ভারতে কোম্পানির এলাকার উন্নত পদমর্যাদার সমস্ত স্তরবিন্যাস সাধিত হয়েছে তার শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। ভারতীয় সমাজের প্রধান গোষ্ঠী সে সময় বিরাট বণিক এবং ব্যবসায়ীরা নয়। অভিজাত ভূস্বামীরাও নয়। কেননা সে সময় অভিজাত ভূস্বামী হওয়ার প্রধান সম্ভাব্য মাধ্যম ছিলেন কোম্পানির ক্ষমতাশালী কর্মচারীরা। কোম্পানির ভারতীয় কর্মচারীদের যে একটি শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, তারা ছিল ভারতীয় সমাজের ‘স্বাভাবিক’ নেতা। সন্দেহ নেই কোম্পানিতে তাদের পদ ছিল সামান্য, তথাপি একটি শ্রেণি হিসেবে তারাই ছিল ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থবান। তাদের চাকরিদানের নিয়ম ও পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষার প্রণালি এবং বিষয়সমূহ আগন্তুক মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইনটেলেকচুয়াল পরিবেশ নির্ধারণ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রধান ভারতীয় কর্মচারীরা ছিলেন কাজি এবং পণ্ডিতেরা, যাঁদের কাজ ছিল ইউরোপীয় বিচারকদের কাছে ভারতীয়হিন্দু এবং মুসলিমআইন ব্যাখ্যা করা।

কলকাতার মোহামেডান কলেজ এবং বেনারসের হিন্দু কলেজ স্পষ্টত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোম্পানিকে হিন্দু এবং মুসলিম আইনে পারদর্শী কর্মচারী জোগান দেওয়ার জন্য।১ রাজস্ব এবং আইন প্রশাসনের কর্মকাণ্ড ক্রমে হিন্দু ও মুসলিম আইনের বাইরে অধিকতর ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই আইনে অনুশীলনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রয়োজন কমে আসতে থাকে। ইংরেজি জ্ঞানকর্মচারীদের যা প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সম্পাদনে এবং ইউরোপীয় ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সক্ষম করতছোট কিন্তু লাভজনক চাকরিতে যোগদানের যোগ্যতা হিসেবে ধীরে ধীরে বেশি করে স্বীকৃতি পেতে থাকে।

১৭৯৩ সালে মিশনারিরাও এসে যোগ দেয় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করার জন্য। কিন্তু ইংরেজি জ্ঞান সরকারি চাকরির একমাত্র যোগ্যতা নির্ধারিত হওয়ার আগে ১৮৬৪-তে কলকাতার মোহামেডান কলেজ বেনারসের হিন্দু কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তরা (যদিও ১৮৩১ থেকে ক্রম হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যায়) নিরবচ্ছিন্নভাবে চাকরি পেয়ে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠান দুটিতে যে শিক্ষা দেওয়া হতো তার বিষয়সমূহ কী ছিল? মেকলে তাঁর এক প্রায়শ উদ্ধৃত উক্তিতে তখনকার সময়ের সঙ্গে এই শিক্ষার মারাত্মক অসংগতির বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা ছিল হিন্দু এবং মুসলিম আইন শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পিত একটি পাঠ্যসূচি।২ এই আইন ক্রমেই অপর এক আইন দ্বারাযা এই দুই আইন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নঅপসৃত হতে থাকে।

হিন্দু এবং মুসলিম আইনের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি জানা এই শ্রেণির মানুষ সামাজিক অবলুপ্তি অতএব অনিবার্য হয়ে পড়ে। ভারতের নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অখণ্ড অংশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। আকস্মিকভাবে এখন থেকে ইংরেজি শিক্ষা সরকারি পদ লাভে ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যারা চিন্তাশূন্যভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে এই শিক্ষা তাদের এবং তাদের সন্তানদের পক্ষে যথেষ্ট মঙ্গলকর নয়, তাদের জন্য সমস্যার উদ্ভব হলো। এদিকে যত দিনে ‘প্রাচ্যবাদী’ ‘প্রতীচ্যবাদী’দের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়, তত দিনে প্রাচ্যের ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা তখনকার সমাজের সঙ্গে এতটুকু সংগতির ছিটেফোঁটাও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইংরেজির জন্য সংঘবদ্ধ প্রচার অভিযান শুরু হয় ১৭৯৩ সালে মিশনারিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অন্তত কলকাতায় ইংরেজি প্রচলন হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। কলকাতায় প্রথম থেকেই, ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো কিছু লোক ছিল, যারা মোটামুটি ভালো ইংরেজি জানত এবং তারা ইংরেজ বণিক ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করত। ১৭৫৭ থেকে ইংরেজি জ্ঞানের মূল্য, বাণিজ্যিক বিনিময় হিসেবে, হঠাতবৃদ্ধি পায়। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৬ এই সময়ের মধ্যে কেবল ইংরেজি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় বেশ কিছু স্কুলের পত্তনও ঘটে।৩ তারপর ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্টের৪ মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক করা হলে ইংরেজি জ্ঞানের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। কোম্পানির প্রধান কর্মচারীরাবিশেষত প্রাচ্যবাদীরা ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের এই পরিকল্পনাকে বিশেষ সুনজরে দেখেননি। অতএব ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রাথমিক দায়িত্ব এখন থেকে দুটি গোষ্ঠীর ওপর ন্যস্ত হয়, যত দিন না কোম্পানির প্রাচ্যবাদী কর্মচারীরা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়। অর্থাত১৭৯৩-১৮৩১ এই সময় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার আধেয় আর কোম্পানির নয়, ব্যক্তির ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ এই সময়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ১৭৯৩-১৮১৪ এবং ১৮১৪-১৮৩৩।

প্রথমোক্ত সময়কালে ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় যতটুকু হয়েছে তা হয়েছে মিশনারিদের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের ‘সত্য ধর্ম’ বা ‘ট্রু ফেইথ’-এ ধর্মান্তরে সহায়তা করা।৫ এই কারণেই কোম্পানির কর্মচারীরা পরিকল্পনাটিকে বিশেষ উতাহের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন প্রণালির জন্য বিশেষ রকম চিহ্নিত ছিল না। তা ছাড়া স্থানীয় শাসকেরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত, কোম্পানির যেকোনো ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টা তাদেরই এত দিনকার লালিত রাজনৈতিক কাঠামোকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করবে। সে যা হোক, মিশনারিদের হয়তো ইংরেজি শিক্ষা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। সেটি হচ্ছে, খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার সহায়ক হিসেবে জনগণের নৈতিক পুনর্জাগরণ। শিক্ষার বিষয়সমূহ, যা ইংরেজির মাধ্যমে কিংবা ইংরেজির সহায়তায় প্রচার করা হচ্ছিল, এই অতি-আবশ্যকীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইংরেজি প্রবর্তনের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এভাবে ধর্মান্তরিতকরণের মিশনারি লক্ষ্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ১৮১৪ সালে, যে বছর রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কলকাতার একটি ক্ষমতাশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণেরপক্ষসমর্থন। মিশনারিদের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এই গোষ্ঠী ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ছিল ১৮৩১ সালের চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত বার্ষিক এক লাখ টাকা। কিন্তু যদিও মিশনারিরা এবং রামমোহন গোষ্ঠী উভয়েই ইংরেজি শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করে, তথাপি দুই দলের স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

মিশনারিরা তাদের অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিণামদর্শী উতাহের বশে বস্তুত যা করতে সমর্থ হয় তা তাদের লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মসংস্কারের দেশি আন্দোলন ছিল মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ পরিকল্পনার সোজাসুজি পাল্টা জবাব। কিন্তু ভারতীয় সমাজের দূরপ্রসারী বিকাশের দিক থেকে এই পাল্টা জবাবের একটি দুঃখজনক পরিণাম ছিল। ইংরেজির প্রবর্তন, যা হতে পারত একটি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপার, হলো শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে রিভাইভালিজম বা ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের এক হাতিয়ার। আর এ প্রবণতা শতাব্দীর শেষেও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। রামমোহন রায় ছিলেন ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের একজন নায়ক এবং তিনি সহায়তা করেছিলেন আধুনিকইউরোপীয়অন্তত ইংরেজিজ্ঞান এবং চিন্তা ও ভারতের মধ্যে একটি সূত্র স্থাপনে। কিন্তু তাঁর কর্মতৎপর নিবেদিত জীবনে যেসব বিষয়ে তিনি উতর্গীকৃত ছিলেন তার সবই সম্পূর্ণ ধর্মীয়। এবং শুধু রামমোহনের ক্ষেত্রেই নয়। ইংরেজি শিক্ষা, যা গ্রান্ট এবং মিশনারিরা ভেবেছিল খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরকরণে সহায়তা করবে, বরং দেখা গেল যেন একটি পুনরুজ্জীবিত হিন্দুয়ানির জন্ম দিল। ইংরেজির প্রথম প্রবর্তন আর শতাব্দীর প্রায় শেষাশেষি, এই দুইয়ের মধ্যখানে দেশীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো সবাই যেন ধর্মীয় বিষয়াদিতে পুরোপুরি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। বহুদিন এটি ছিল সর্বগুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদসমূহে কর্মচারীগ্রহণের একমাত্র মাধ্যম। অন্তত যেসব সরকারি কর্মচারী ইংরেজি শিক্ষিত ছিল, তাদের সবাই এখান থেকে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের তালিকা বস্তুত ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে এই কলেজ থেকে পাস করা ব্যক্তিদের তালিকা। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এবং কারণসমূহ খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ উচ্ছ্বাসের দ্বারা সৃষ্ট এবং লালিত ধর্মানুগ মানসিকতার কি যোগাযোগ। ‘১৮১৫ একজন বিশিষ্ট নেটিভ (রামমোহন রায়) তাঁর বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে আপ্যায়ন করেন। ***ক্রমশঃ***

আয়করে ছাড় তো পরে, আগে আয় করুক দেশের মধ্যবিত্ত!

শোভানলাল চক্রবর্তী

দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, বাজেট পেশ করেছেন। সমস্ত ছোটখাট সংবাদমাধ্যমের সঞ্চালক থেকে শুরু করে, শাসকদলের বড় ছোট মেজো সমর্থকেরা সামাজিকমাধ্যমে ধন্য ধন্য করা শুরু করেছেন কি অসাধারণ বাজেট, মধ্যবিত্তের কথা ভেবে এতোদিন পরে একটা বাজেট হলো। সরাসরি এবার কর ছাড় দেওয়া হবে। যাঁরা এতোদিন পাঁচ লক্ষ টাকা অবধি, আয়করে চাড় পেতেন, তাঁরা এরপরের থেকে সাত লক্ষ টাকা অবধি এই ছাড় পাবেন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, যারা নতুন এই করছাড় নীতি গ্রহণ করতে চান তাঁদের স্বাগত। এখন জানা জরুরি, আগের নিয়ম কি ছিল? এতোদিন অবধি পাঁচ লক্ষ টাকা অবধি সরাসরি কর ছাড় দেওয়া হতো, তারপরে ১.৫ লক্ষ টাকা অবধি ৮০ সি ধারায় সঞ্চয়ের ওপর চাড় পাওয়া যেত, বাকি ৫০ হাজার জাতীয় পেনশন প্রকল্পের যদি কেউ সঞ্চায় করেন, তাহলে সেখানে চাড় পাওয়া যেত। তারপরে ছিল নিজের এবং পরিবারের মানুষদের স্বাস্থ্য বীমার জন্য ছাড় এবং গৃহ ঋণের সুদেও ছাড় পাওয়া যেত। তারমানে সাত লক্ষ নয়, হিসেবমতো প্রায় আট লক্ষ টাকাতে ছাড় দেওয়া হতো, এবং ভবিষ্যতের জন্য মানুষের হাতে কিছু অর্থও সঞ্চিত হতো। একটা সময় ছিল, যখন সরকার চাইতো সাধারণ চাকরিজীবি মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু সঞ্চয় করেন, তাতে করের ছাড় ও দেয়া হয়। এই যে সরকারি স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পের টাকা, তার একটা অংশ সরকার রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থায় নানা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতো। এই সরকারের সঙ্গে আগেদর সরকারের একটাই পার্থক্য, এই সরকার বেশিরভাগ রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থার বেশিরভাগ অংশটাই বিক্রি করে দিয়েছেন, বেশি কিছু বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছে। তাঁরা নাকি এই সমস্ত অলাভজনক রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থা কিনে নিয়ে সেই সংস্থাদের উন্নতি করবেন। সেই জন্য সরকারও আর চাইছেন না, জনগণের টাকা স্বপ্লসঞ্চয় প্রকল্পে আর নিয়োগ হোক। দেখা গেছে, মানুষজন নিজেদের জীবযাপনের জন্য বেশি বেশি ঋণ করেছেন। অনেক সময়ে ঋণের পরিমাণ, রোজগারের থেকেও বেশি হয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় সরকারের যখন আরও বেশি বেশি নাগরিকদের আরও সঞ্চয় করানোর বিষয়ে উৎসাহিত করা উচিৎ, দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের বিষয়ে মানুষজনকে নিরুৎসাহ করছেন। ভারতের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষেরই স্বাস্থ্য বীমা নেই, যাঁদের আছে চা অপর্যাপ্ত কিন্তু তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেদেখা যায়, আয়কর ছাড়ের সুবিধা পেতেই বহু মানুষ স্বাস্থ্য বীমা করান। সামাজিক সুরক্ষা না থাকার ফলে, একজন আয়করদাতার নিজস্ব দায়িত্বও হয়ে দাঁড়ায় এই বিষয়গুলো। সুতরাং সরকারের কখনোই কি এই স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প, বা গৃহ নির্মাণের ঋণের সুদে ছাড় বা স্বাস্থ্য বীমাতে আয়কর চাড়েণ সুযোগ থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা উচিৎ? অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতা রাখার সময়ে বলেছেন, যাঁরা আয়কর ছাড় নিতে চান না, তাঁদের জন্য এই সান লক্ষ টাকার আয়কর ছাড়ের বিষয়টি লোভনীয়। তিনি আরও বলেছেন, একজন আযকরদাতা যথেষ্ট বুদ্ধি মান, তাই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে সহজেই নিতে পারবেন, কিন্তু তাই যদি হতো, তাহলে কি এই বিতর্কটা উঠতো? আসলে বিতর্কটা শুধু পাঁচ লক্ষ থেকে সাত লক্ষের আয়কর ছাড় নিয়ে নয়, বিতর্কটা সরকার আদৌ চাইছে কি, তাঁর দেশের আয়করদাতারা ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু সঞ্চয় করুক? যদি তাই হয়, তাহলে অর্থমন্ত্রী তা সরাসরি বলছেন না কেন? কেন পাঁচ লক্ষ থেকে সাত লক্ষ করা হয়েছে, আয়কর চাড়ের সীমা, এই ভাঁওতা দেওয়া হলো চাকরিজীবি মানুষকে? এই কি তবে অমৃত কালের বাজেট? আর যাদের আয় বাড়েইনি, তাঁদের কি হবে?

আমাদের মতো দেশে একজন সাধারণ নাগরিকের কেন সঞ্চয় করা উচিৎ সেই কথাটাও ভাবা দরকার। যে দেশে সামাজিক সুরক্ষা বলে কিছু নেই, অবসর নেওয়ার পরে বার্ধক্য জনিত পেনশন ও প্রায় নেই বললেই চলে। একজন মানুষ অসুস্থ হলে, তিনি কীভাবে বা কোন জায়গায় তাঁর চিকিৎসা করাবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়ে, প্রায় পুরোটাই বেসরকারি ব্যবস্থার আওতাধীন হয়ে যাওয়ার মুখে। একজন মানুষ অসবর নেওয়ার পরে, সন্তানদের কৃপা এবং করুণার ওফর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছেন, সেখানে এই ধরনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সঞ্চয় করা কি অনুচিত? ২০১৪ সালের আগে অবধি যা সথ্য প্যায়া যায়, তা থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়, একজন মানুষ যেহেতু জানতেন না, ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করে আছে তাই তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই চাইতেন কিছু অর্থ সঞ্চয় করা তাক, কিন্তু ২০১৪ পরবর্তীতে তাঁর জীহনটা অনিশ্চয়তায় ভরে গিয়েছে, ফলে এখন একজন মানুষ সঞ্চয় করতেও সাহস পাচ্ছেন না। ২০১১-১২ সালে ভারতের সঞ্চয় ছিল জিডিপির ৭.২ শতাংশ তা, ২০১৭-১৮ সালে কমে ৬.৫ শতাংশ তা ২০১৭ সালে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২৩ শতাংশ মানুষ অবসর জীবনের কথা ভেবে সঞ্চয় করে থাকেন। ৩০ শতাংশের কম মানুষ কোনও একটি বীমা পরপর ছয় বছর চালিয়ে যেতে সক্ষম। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০৩১ সালে সন্তানদের ওপর নির্ভণশীল মানুষের সংখ্যা প্রতি একশো জনে পঞ্চাশ ছুঁয়ে ফেলবে, তার মানে আর ৭-৮ বছরের মধ্যে, কোনও ভবিষ্যৎ সঞ্চয়হীন মানুষের সংখ্যা হবে দেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ। আরও একটি তথ্য দেখলে আরও অবাক হতে হবে। যে নিম্ন আয়ের মানুষজনের কথা ভেবে জাতীয় পেনশন প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল, যাতে মাসিক ১০০০ টাকা জমা দেওয়ার কথা, সেখানেও দেখা গেছে ৫০ শতাংশ মানুষ ঐ টাকাও জমা দিতে পারছেন না। এই যেখথানে পরিস্থিতি সেখানে আয়কর ছাড় দিয়ে মধ্যবিত্তের সঙ্গে একটি নোংরা মজা করলেন অর্থমন্ত্রী। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এডিসিতে চাকুরির অনিয়মের তদন্তের দাবিতে আদিবাসী যুবকদের বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

রাজস্থানের বিধানসভায় আবারও বোমা হুমকি তীব্র আতঙ্ক, জোরদার নিরাপত্তা তল্লাশি

জয়পুর, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থানের বিধানসভায় সোমবার ফের বোমা হুমকির ইমেল আসায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গে পুরো ভবন খালি করে দেওয়া হয় এবং শুরু হয় বড়সড় নিরাপত্তা তল্লাশি অভিযান।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, হুমকির ইমেলে দাবি করা হয় যে, বিধানসভা চত্বরে পাঁচটি "সিলিকন ১০০-বেস আরডিএক্স" বোমা পাতা হয়েছে, যা দুপুর ১২টার সময় বিস্ফোরিত হবে। ইমেলে সতর্ক করে বলা হয়, বিষয়টিকে হালকাভাবে না নিতে এবং অবিলম্বে সমস্ত ভিআইপিদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও ইমেলে কথিত স্পাইওয়্যার ব্যবহার ও সংবেদনশীল রাজনৈতিক তথ্যের উল্লেখ থাকায় এর উৎস ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ।

হুমকির খবর পাওয়া মাত্রই বিধানসভার কর্মীরা পুলিশকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য পুলিশ, বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড (বিডিএস), অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড (এটিএস), দমকল বিভাগ এবং এসডিআরএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুরো বিধানসভা চত্বর খালি করে তল্লাশি শুরু হয়। ভবনের প্রতিটি অংশে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি দমকল ও জরুরি পরিষেবাগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এদিকে, সাইবার বিশেষজ্ঞ দল ইমেলের উৎস খতিয়ে দেখছে। প্রযুক্তিগত সূত্র ধরে সম্ভাব্য যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে এটি তৃতীয়বারের মতো বিধানসভাকে লক্ষ্য করে বোমা হুমকি দেওয়া হল। এর আগেও দু'বার একই ধরনের হুমকি এলেও তল্লাশিতে কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু মেলেনি।তবে বারবার এমন ঘটনার জেরে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির উদ্বেগ বেড়েছে। নজরদারি ও সতর্কতা আরও বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের রাজস্থান সফরের সময় এই হুমকি আসায় পরিস্থিতি আরও স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে।যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া যায়নি, তবুও ঘটনার সময়কাল নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করেছে। প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে শান্ত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে এবং আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।ঘটনার পেছনে কারা রয়েছে এবং এটি নিছক ভুয়ো হুমকি নাকি বড় কোনও ষড়যন্ত্রের অংশতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

বিজেপিতে ৭ সাংসদের মিশ্রণকে স্বাগত রিজিজুর, শৃঙ্খলা ও ভদ্র আচরণের প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): আম আদমি পার্টি (আপ) ছেড়ে রাজ্যসভার সাতজন সাংসদের বিজেপিতে যোগদান ও মিশ্রণকে স্বাগত জানালেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি তাঁদের সংসদীয় আচরণের প্রশংসা করে বলেন, তাঁরা কখনও কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করেননি বা শৃঙ্খলাভঙ্গ করেননি।

সোমবার রাজ্যসভার তরফে নতুন দলীয় অবস্থানের তালিকা প্রকাশ করা হয়, যেখানে দেখা যায় আপ থেকে সাতজন সাংসদ দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং তাঁদের মিশ্রণ গ্রহণ করা হয়েছে।

এর ফলে উচ্চকক্ষে বিজেপির সাংসদ সংখ্যা ১০৭ থেকে বেড়ে ১১৩-এ দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, আপের সাংসদ সংখ্যা কমে হয়েছে মাত্র তিন।

যাঁরা দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা হলেন রাঘব চাড্ডা, স্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তল, রাজিন্দর গুপ্তা এবং বিক্রমজিৎ সিং সাহনি। গত সপ্তাহেই তাঁরা আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ রিজিজু লেখেন, "রাজ্যসভার মাননীয় চেয়ারম্যান সি.পি. রাধাকৃষ্ণন ৭ জন আপ সাংসদের বিজেপিতে মিশ্রণ অনুমোদন করেছেন। এখন রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তল, হরভজন সিং, স্বাতী মালিওয়াল, রাজিন্দর গুপ্তা এবং বিক্রমজিৎ সিং সাহনি বিজেপি সংসদীয় দলের সদস্য।"

সংসদে তাঁদের আচরণ সম্পর্কে রিজিজু বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে আমি লক্ষ্য করেছি, এই ৭ জন সাংসদ কখনও কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করেননি এবং কোনও অশৃঙ্খল বা অসংসদীয় আচরণ করেননি।"

তাঁদের বিজেপিতে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতি গঠনের এনডিএ-তে আপনাদের স্বাগত এবং 'টুকরে-টুকরে' ইন্ডি জোটকে বিদায়।"এই ঘটনায় রাজ্যসভায় বিজেপির শক্তি আরও মজবুত হল। বর্তমানে আপের হয়ে উচ্চকক্ষে রয়েছেন মাত্র তিনজন সাংসদ সঞ্জয় সিং, নারায়ণ দাস গুপ্তা এবং সন্ত বালবীর সিং।

উল্লেখ্য, দলত্যাগ করা এই গোষ্ঠীটি আপের রাজ্যসভার মোট সাংসদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। সংবিধানের দশম তফসিল (১৯৮৫ সালের ৫২তম সংশোধনী) অনুযায়ী, সাধারণভাবে দলত্যাগ করলে সাংসদের পদ খারিজ হয়, তবে 'মিশ্রণ'-এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। কোনও দলের নির্বাচিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ অন্য দলে যোগ দিতে সম্মত হলে, তা বৈধ বলে গণ্য হয় এবং তাঁদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয় না।

বর্ধমানে তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেফতার, এলাকায় উত্তেজনা

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর নারুগোপাল ভাকতকে পুলিশি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার ভোরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের একটি দল অভিযুক্তের বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে।

জানা গিয়েছে, গত শনিবার বর্ধমান শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে উত্তেজনার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অভিযোগ ওঠে, নারুগোপাল ভাকত পুলিশি তদন্তে বাধা দেন। অভিযোগ, তিনি নিজে এলাকায় দাঁড়িয়ে পুলিশকে ঢুকতে বাধা দেন এবং পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। এমনকি তিনি পুলিশকে জানান, স্থানীয় কাউন্সিলরকে না জানিয়ে তারা এলাকায় ঢুকে তদন্ত চালাতে পারবেন না। এই ঘটনার পরই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে ভোটের দ্বিতীয় দফার ঠিক দু'দিন আগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবারই তাঁকে জেলা আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

আগামী বুধবার পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন পূর্ব বর্ধমান জেলার বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে ভোট নেওয়া হবে। তার আগে এই গ্রেফতারির ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করছে বলে জানা গিয়েছে।কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।উল্লেখ্য, বাকি ১৪২টি আসনে ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে এবং ৪ মে ফল ঘোষণা করা হবে।

পাইলটের পাশে গেহলট, বিজেপি নেতার 'ভুয়ো' মন্তব্য খারিজ

জয়পুর, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থানের টঙ্কের কংগ্রেস বিধায়ক সচিন পাইলটকে 'ভুয়ো' বলে কটাক্ষ করা বিজেপি নেতার মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাইলট পুরোপুরি কংগ্রেসের সঙ্গেই আছেন এবং থাকবেন।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গেহলট বলেন, "ওঁর দু'টো পা-ই কংগ্রেসে মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।" বিজেপির রাজ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাধা মোহন দাস আগরওয়ালের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিতেই তিনি এই মন্তব্য করেন।

২০২০ সালের রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রসঙ্গ টেনে গেহলট বলেন, "যাঁরা সেসময় পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা এখন ফিরে আসবেন। যারা আমাদের বিধায়কদের ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল এবং মানেসরে নিয়ে গিয়েছিল, তারাও ফিরে আসবে।" তিনি আরও বলেন, সেই ঘটনার পর পাইলট অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন।গেহলটের কথায়, "সচিন পাইলট এখন বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের ভুলের ফল কী হতে পারে। তিনি এখন অনেক বেশি স্থির ও স্পষ্ট।"দলের ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি নিশ্চিত, তিনি আর কখনও দল ছাড়বেন না এবং পুরো কংগ্রেস তাঁর পাশে রয়েছে।"

উল্লেখ্য, এর আগে টঙ্কে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাধা মোহন দাস আগরওয়াল সচিন পাইলটকে 'ভুয়ো' আখ্যা দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, "আগে আমাদের নিজস্ব বিধায়ক ছিল। এখন একজন ভুয়ো এসে বিধায়ক হয়েছে, যিনি টঙ্কের নন, এমনকি রাজস্থানেরও নন।"এই মন্তব্য ঘিরেই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ভোট হিংসা থেকে জঙ্গি যোগান এনআইএ-র নজরে বাংলার 'ক্রুড বোমা' শিল্প

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ৭৯টি তাজা বোমা উদ্ধারের পর ফের শিরোনামে উঠে এল পশ্চিমবঙ্গের অবৈধ বোমা তৈরির কারখানাগুলি। ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ), এবং প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বৃহত্তর চক্রের অংশ।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটের মাত্র তিন দিন আগে এই বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধারের ঘটনাটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, নির্বাচনের সময় বোমাবাজি রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন নয়। অতীতেও দেখা গিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে বোমাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

এক গোয়েন্দা আধিকারিক জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এ ধরনের একাধিক গোপন ইউনিট রয়েছে, যেখানে নিয়মিত বোমা তৈরি হয়। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসে, উৎপাদন ততই বেড়ে যায় তা বিধানসভা হোক বা লোকসভা ভোট।

এই কারখানাগুলির বেশিরভাগই আতশবাজি কারখানার আড়ালে চলে বলে অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্টরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রশাসনও চোখ বন্ধ করে থাকে বলে দাবি তদন্তকারী মহলের।

তবে সব ক্ষেত্রেই এই বোমা শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হয় না বলেও জানিয়েছেন এক আধিকারিক। বর্ধমানের ঘটনার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, সেখানে বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরি করা হচ্ছিল, যার একটি ছোট অংশ নির্বাচনকেন্দ্রিক অশান্তির জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল। বাকি অংশ বাংলাদেশে পাঠিয়ে জঙ্গি হামলার ছক কষা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে।

ওই ঘটনায় জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-র ভূমিকা সামনে আসে। তদন্তে জানা যায়, তারা বিপুল পরিমাণ বোমার অর্ডার দিয়েছিল, যা বাংলাদেশে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল।

তদন্তকারীদের মতে, ভাঙড় এলাকায়ও বোমা তৈরির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং তা মূলত রাজনৈতিক সংঘর্ষে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তাই এই ঘটনায় গভীর তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।

এনআইএ আধিকারিকরা বর্ধমান মামলার নথিও পুনরায় খতিয়ে দেখবেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মতে, রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই বোমা কারখানাগুলি একদিকে যেমন দুষ্কৃতীদের চাহিদা মেটায়, তেমনই জঙ্গি সংগঠনগুলির কাছেও সরবরাহ করে।

এই কারখানাগুলি চালাতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাজে লাগানো হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের দিনে ৭০ থেকে ১০০ টাকা মজুরি দিয়ে বোমা তৈরির কাজে নিযুক্ত করা হয়।

তদন্তে আরও উঠে আসছে, জেএমবি-র মতো সংগঠনের সঙ্গে এই কারখানাগুলির যোগ থাকতে পারে। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, পাকিস্তানের আইএসআই জেএমবি-কে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে এই ধরনের কারখানার ওপর নির্ভর করা হত। আধিকারিকদের মতে, এই কারখানাগুলি শুধু নির্বাচনের সময় নয়, সারা বছরই সক্রিয় থাকে। নির্বাচন না থাকলেও দুষ্কৃতী ও জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে নিয়মিত বোমা সরবরাহ করা হয়। ফলে এই 'ক্রুড বোমা' শিল্পের চাহিদা সারা বছরই বজায় থাকে।

এনআইএ এখন খতিয়ে দেখবে কীভাবে এত বড় পরিমাণ বোমা তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করা হল, কারা সরবরাহ করছিল এবং কারা এই কারখানাগুলিকে মদত দিচ্ছিল।

বর্ধমানের ঘটনাটি একপ্রকার সতর্কবার্তা ছিল সেখানে এক হাজারেরও বেশি বোমা উদ্ধার হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে কোনও বাধা ছাড়াই এই কারখানাগুলি চলছিল বলে জানা যায়।তদন্তকারীদের মতে, এই চক্রের গোড়া খুঁজে বের করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কারা জড়িত, কোথা থেকে কাঁচামাল আসছে এবং কীভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ এড়িয়ে এতদিন ধরে এই কারবার চলছিল, তারই উত্তর খুঁজবে এনআইএ।

বিষ্কেকে এসসিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেবেন রাজনাথ সিং, বিশ্বশান্তির প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করবেন

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আগামীকাল কিরগিজস্তানের রাজধানী বিষ্কেকে অনুষ্ঠিত হতে চলা সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও)-র প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেবেন। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমান বিশ্বে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে এই মঞ্চে ভারত বিশ্বশান্তির প্রতি নিজের অঙ্গীকার তুলে ধরবে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, "কিরগিজস্তানের বিষ্কেকের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে চলা এসসিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহী। বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ভারত বিশ্বশান্তির প্রতি নিজের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরবে। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিও জানানো হবে।"

তিনি আরও জানান, এই সফরে এসসিও সদস্য দেশগুলির প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন এবং বিষ্কেকে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।

এসসিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক মঞ্চ, যেখানে সদস্য দেশগুলির প্রতিরক্ষা নেতৃত্ব আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন কৌশল এবং সামরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন।

২০২৬ সালের এই বৈঠকে ইউরেশিয়া অঞ্চলের পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং অস্থিরতা ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে যৌথ পদক্ষেপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত বরাবরই এই মঞ্চে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। আগের বৈঠকগুলিতেও রাজনাথ সিং আস্থা গড়ে তোলা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত বছর চীনে অনুষ্ঠিত এসসিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে তিনি যৌথ বিবৃতিতে সমর্থন দেননি। সূত্রের খবর, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আরও কড়া ও স্পষ্ট ভাষা ব্যবহারের দাবি জানিয়েছিলেন তিনি, বিশেষ করে পাহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উদ্বেগের কথা তুলে ধরে।

এসসিও মঞ্চে তাঁর ধারাবাহিক অবস্থান থেকে স্পষ্ট, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স এবং আন্তঃসীমান্ত উগ্রবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের পক্ষে ভারত বরাবরই সোচ্চার।

'দিদি বিদায় নিচ্ছেন', বাংলার সভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে তিনি 'দিদি' বলে উল্লেখ করেন, তিনি ক্ষমতা ছাড়ার পথে।

একটি নির্বাচনী সভায় আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাহ বলেন, "আমি মনে করি না গুন্ডারা দিদির ওপর ভরসা করবে এবং ঝুঁকি নেবে। দিদি যাচ্ছেন, আর যারা যাচ্ছে তাদের ওপর কেউ ভরসা করে না। পুলিশ গুন্ডাদের মোকাবিলা করবে।"

পশ্চিমবঙ্গের একটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিজেপিকে শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেন।

এর আগে রবিবার নদিয়ার তেহট্টে এক নির্বাচনী সভায় অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে ভারত সন্ত্রাসী হামলার জবাবে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও এয়ার স্ট্রাইকের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসকে সন্ত্রাসবাদের প্রতি 'নরম' মনোভাবের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেসের সরকার থাকাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের বিরিয়ানি খাওয়ানো হত। ২০১৪ সালে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর উরিতে হামলার জবাবে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, পুলওয়ামায় হামলার পর এয়ার স্ট্রাইক এবং পাহেলগাঁও হামলার পর 'অপারেশন সিন্দুর' চালিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করা হয়েছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হলে অনুপ্রবেশ ও অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

অমিত শাহ বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধ করার পাশাপাশি রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকাবীদেব সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হবে।

এছাড়াও, গরু পাচার রুখতে বিশেষ বাহিনী গঠন করার কথাও জানান তিনি।

নিজের রাজনৈতিক বার্তা পুনর্ব্যক্ত করে শাহ বলেন, দেশ থেকে নকশালবাদ অনেকটাই নির্মূল হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি ক্ষমতায় এলে একই পরিবর্তন আনা হবে।

OFFICE OF THE
SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE
SADAR, AGARTALA, TRIPURA WEST.

উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের পুনর্বাসনের দাবিতে জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন সিপিএম'র প্রতিনিধিদের। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বরফ ব্যবহারে নিটোল ত্বক

'হেলথস শটস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দিল্লি- ভিত্তিক ত্বক পরিচর্যার ক্লিনিক 'ইসাক লাক্স'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ও মেডিকেল পরিচালক ডা. গীতিকা মিত্তাল গুপ্তা বলেন, "মুখে বরফ মালিশ করার নানান উপকারিতা রয়েছে। এটা নানান রকম ত্বকের সমস্যার সমাধান করে।"

তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলভাব: মুখের ত্বকে বরফ ঘষলে রক্তনালী সঙ্কুচিত হয়ে প্রদাহ কমে। মুখে ক্লান্তির ছাপ কমায়, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং ত্বকে উজ্জ্বলভাব আনে।

ব্রণ কমায়: মুখে বরফ ব্যবহার ব্রণ হওয়ার প্রবণতা কমায়। এটা ত্বকের লালচেভাব ও প্রদাহ কমাতেও সহায়তা করে। ত্বকের লোমকূপ সংকুচিত করে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং তেল উৎপাদন কমায়।

প্রসাধনীর শোষণ ক্ষমতা বাড়াতে: ত্বকের যত্নে বিভিন্ন পণ্য ব্যবহারের আগে বরফ ঘষলে ত্বকে প্রসাধনীর শোষণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে তা ত্বকে ভালো কাজ করে।

চোখের চারপাশের ফোলাভাব কমায়: নিয়মিত মুখে বরফ ঘষা ফোলাভাব কমায় এবং রক্তনালী সংকুচিত করে। চোখের চারপাশে বরফ ব্যবহার ফোলাভাব কমায়।

বয়সের ছাপ কমায়: বরফের ঠাণ্ডাভাব লোমকূপ টানটান করে এবং দ্রুত বয়সের ছাপ, বলিরেখা কমিয়ে ত্বকে টানটানভাব আনে।

রোদে পোড়াভাব কমায়: বরফ ব্যবহার ত্বকে রোদে পোড়াভাব কমায় এবং রোদের কারণে হওয়া ত্বকের লালচেভাব ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে।

বরফ ব্যবহারের সঠিক উপায়

মুখে বরফ ব্যবহারের সঠিক উপায় সম্পর্কে ডা. গুপ্তা বলেন, "বরফ পাতলা কাপড় বা রুমালে পেঁচিয়ে ব্যবহার করা যায়।"

এছাড়া টমেটো, অ্যালো ভেরার জুস, শসার রস বরফ করে ব্যবহার করলে ত্বক প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়।

দিনে একবারের বেশি মুখে বরফ দেওয়া উচিত নয়। ত্বক সংবেদনশীল হলে তাতে সরাসরি বরফ ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

ত্বকের কোনো নির্দিষ্টস্থানে এক মিনিটের বেশি সময় নিয়ে বরফ চাপ দিয়ে ধরে রাখা ঠিক নয়।

চোখের চারপাশে বরফ ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষত যদি এতে কোনো বিশেষ উপকরণ থেকে থাকে। এই অংশে খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

ভালো ফলাফল পেতে বরফ গোলাকার ও ধীর গতিতে মালিশ করতে হবে। ত্বকে বরফ ব্যবহারের সময় জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

আপনার দাঁতের ক্ষয় রোধে যা করবেন

সুন্দর হাসির জন্য থাকা চাই সুন্দর একটি মন। এবং সেইসঙ্গে থাকা চাই সুস্থ ও সুন্দর দাঁত। নিয়মিত যত্ন নিলেই দাঁত থাকে সুন্দর, সেইসঙ্গে হাসিও থাকে প্রাণবন্ত। শুধু কি সুন্দর হাসি? দাঁত ভালো রাখার প্রয়োজন আরও অনেক কারণেই। একবার দাঁতে ব্যথা দেখা দিলে তা আপনাকে নাজেহাল করে দিয়ে যাবে।

অনেকের দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকে। এর সমাধানে নিতে হবে যত্ন।

আমরা রূপচর্চার কাজে যতটা যত্নশীল থাকি, দাঁতের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা নয়। দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার দাঁত ব্রাশ করেই খালাশ! আবার এমন অনেক খাবার খেয়ে ফেলি যেগুলো দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে দাঁতে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই দাঁতের যত্নে সচেতন হোন আজ থেকেই। চলুন জেনে নেওয়া যাক দাঁতের ক্ষয় রোধে করণীয়-

ভেষজ পেস্ট

সাধারণত দাঁত ব্রাশ করার জন্য আমরা পেস্টকে তেমন গুরুত্ব দেই না। যেকোনো ধরনের পেস্ট হলেই কাজ চালিয়ে নেই। কিন্তু দাঁতের ক্ষয় রোধের জন্য খেয়াল রাখতে হবে পেস্টের দিকেও। চেষ্টা করুন ভেষজ পেস্ট ব্যবহার করার। এতে ভালো থাকবে দাঁত। পাশাপাশি মান সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই যেকোনো পেস্ট ব্যবহার করবেন না।

ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার

যেসব উপাদান দাঁত ভালো রাখতে সাহায্য করে তার মধ্যে একটি হলো ক্যালসিয়াম। নিয়মিত ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান। এতে দাঁত শক্ত ও মজবুত হবে। দাঁতের ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে। খাবারের তালিকায় যোগ করুন দুধ, দই ইত্যাদি।

লবণ-জলর ব্যবহার

দাঁত ভালো রাখতে সাহায্য করতে পারে লবণ-জলর ব্যবহার। নিয়মিত লবণ জলেতে গার্গল করলে দাঁতের ক্ষয় অনেকটাই রোধ করা যায়। এছাড়াও এর রয়েছে আরও অনেক উপকারিতা। জল হালকা গরম করে নিয়ে তাতে লবণ মিশিয়ে গার্গল করে নিতে পারেন।

দিনে দুইবার দাঁত ব্রাশ করুন

অনেকে শুধু সকালে দাঁত ব্রাশ করেন। তবে শুধু সকালে নয়, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দাঁত ব্রাশ করা জরুরি। নয়তো সারারাত মুখের ভেতরে জীবাণুদের উতব চলতে পারে! প্রতিদিন তাই সকাল ও রাতে দাঁত ব্রাশ করার অভ্যাস করুন।

মাউথ ফ্রেশনার ব্যবহার

অনেকে মুখে দুর্গন্ধের সমস্যা থাকে। এই সমস্যা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন অনেকে। এটি থেকে বাঁচতে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করার পাশাপাশি মাউথ ফ্রেশনার ব্যবহার করুন। এতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পাশাপাশি দাঁতও থাকবে সুরক্ষিত।

ক্ষতিকর খাবার এড়িয়ে চলুন

দাঁত ভালো রাখতে কিছু খাবার বাদ দিতে হবে। অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার, কোমল পানীয়, চকোলেট, লজেন্স, ফাস্টফুড যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। এতে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার সমস্যা কমবে অনেকটাই। এর বদলে এমন খাবার খান যেগুলো দাঁত ও শরীরের জন্য উপকারী।

পানের এই প্রতিকারগুলি জীবনে নিয়ে আসবে সুখ সমৃদ্ধি

যে কোনও শুভ কাজের আগে বা বিভিন্ন পূজোর সময় পান প্রয়োজন হয়। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে, সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতারা পান ব্যবহার করেছেন। এ কারণেই পূজোয় পানের ব্যবহার বিশেষ তাতর্যপূর্ণ। আজকে পান পাতার এমনই কিছু প্রতিকার জানাব, যা জীবনে ধন, সুখ, সমৃদ্ধি, সাফল্য, উন্নতি এবং শান্তি নিয়ে আসতে পারে-

প্রথম কৌশল: মঙ্গলবার বা শনিবার হনুমানকে বিশেষ পান নিবেদন করুন। এদিন তেল, বেসন ও বিউলির ডালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হনুমানের মূর্তিকে পবিত্র করে তেল ও ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে যথাযথভাবে পূজোর পর মালপুয়া, মিষ্টি ইত্যাদি নিবেদন করুন। এরপর ২৭টি পান এবং গুলকন্দ, মৌরি ইত্যাদি নিয়ে হনুমানকে নিবেদন করুন। তবে পান বানানোর সময় খেয়াল রাখবেন এতে যেন চুন ও সুপরি না থাকে। নিয়ম মেনে হনুমানেরর পূজো করার পর এই পান হনুমানকে নিবেদন করুন এবং একই সঙ্গে প্রার্থনা করার সময় বলুন, ''হে হনুমানজী, আমি আপনাকে মিষ্টি রসে ভরা এই পানটি নিবেদন করছি। এই মিষ্টি পানের মতো, তুমি আমার জীবনকেও রসালো করো, মাধুর্যে ভরে দাও।"

দ্বিতীয় কৌশল: পান দান: তাম্বুল মানে পান। পান দান করলে পাপ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় কৌশল:

নজর দোষ : পান পাতা নেতিবাচক শক্তি দূর করে এবং ইতিবাচক শক্তি বাড়ায় বলে মনে করা হয়।

চতুর্থ কৌশল: ভগবান শিবকে বিশেষ পান নিবেদন করুন: খুব কম লোকই জানেন যে শিবকেও পান দেওয়া যায়। ভগবান শিবকে একটি বিশেষ পান নিবেদন করা হলে সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়। মহাদেবের পূজোর পর নৈবেদ্যের পর তাকে পান অর্পণ করুন।

পঞ্চম কৌশল: যদি মনে হয় কেউ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান করে দোকান বেঁধে দিয়েছে, তাহলে শনিবার সকালে পাঁচটি পিপল পাতা এবং ৮টি পান নিয়ে একটি সুতোয় বেঁধে দোকানে পূর্ব দিকে বেঁধে দিন। কমপক্ষে পাঁচটি শনিবার এটি করুন। নদীতে বা কূপে পুরনো পাতা ভাসিয়ে দিন।

সপ্তম কৌশল: বন্ধ হয়ে যাওয়া কাজ শুরু হবে: যদি রবিবার পানের পাতা নিয়ে বাড়ির বাইরে যান, তাহলে সমস্ত বন্ধ কাজ শেষ হতে শুরু করবে।

থানকুনি পাতার কিছু উপকারিতা

মহামারির এই সময়ে প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের প্রতি আরও বেশি নজর দেওয়া উচিত। সুস্থ থাকার জন্য আধুনিক ওষুধ ও চিকিতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে চেষ্টা করুন প্রাকৃতিক উপায় বেছে নিতে। অনেক ভেষজ রয়েছে যেগুলো নানাভাবে আমাদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। তার মধ্যে একটি হলো থানকুনি পাতা।

হালকা তেতো স্বাদের এই পাতাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইন্ডিয়ান পেনিওয়ার্ট।

থানকুনি একটি বহুবর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ পুকুর এবং জলাভূমির পাশে পাওয়া যায়। এটি ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপেও জন্মে। থানকুনি ব্যবহার করা যায় খাদ্য এবং ওষুধ উভয় হিসেবেই। শেকড় সহ এর পুরো অংশই খাওয়া যায়। ভর্তা, ভাজি, বড়া তৈরির পাশাপাশি এই পাতা দিয়ে চাটনি, সালাদ এবং পানীয়ও তৈরি করা যায়। জেনে নিন এর উপকারিতা-

পেটের আলসার এবং মূত্রনালীর সংক্রমণ দূর করে

থানকুনির অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যর কারণে এটি পেট এবং মূত্রনালীর সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করে। সেজন্য প্রথমে পরিষ্কার ও তাজা থানকুনি পাতা সেদ্ধ করুন। এরপর সেই জল একটি গ্লাসে ছেঁকে নিন। এরপর তার সঙ্গে যোগ করুন মধু। পেটের আলসার এবং মূত্রনালীর সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন সকালে এই পানীয় পান করুন।

হজমের সমস্যা দূর করে

হজমে সমস্যা হচ্ছে? তাজা থানকুনি পাতা এক চিমটি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করুন। এটি নিয়মিত পান করুন। কারণ হজমশক্তি ভালো করার জন্য এবং সুস্থ থাকার জন্য থানকুনি পাতার এই পানীয় ভীষণ উপকারী।

পেট এবং লিভার ভালো রাখে

যারা পেটের নানা সমস্যায় ভুগছেন তারা প্রতিদিন সকালে একটি পাকা কলার সঙ্গে কিছু থানকুনি পাতা খেতে পারেন। এমনটাই পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। এভাবে নিয়মিত খেলে তা আপনার পেটের স্বাস্থ্য এবং লিভার দুটোই ভালো রাখবে।

ক্ষত নিরাময় করে

যেকোনো ক্ষত দ্রুত নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারেন থানকুনি পাতা। এর আছে অ্যান্টিবায়োটিক বৈশিষ্ট্য যা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। ক্ষত নিরাময়ের গতি ত্বরান্বিত করতে এবং ত্বকের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য শুকনো থানকুনির গুঁড়া দিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করুন।

আর্থাইটিস থেকে মুক্তি দেয় যারা আর্থাইটিস বা বাতের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য উপকারী হতে পারে থানকুনি পাতা। এটি প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে। বাতের চিকিতার অংশ হিসেবে চিকিতকরা নিয়মিত থানকুনি পাতা খাওয়ার পরামর্শ দেন। প্রতিদিন অন্তত দুটি থানকুনি পাতা চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে বাতের সমস্যা থেকে দূরে থাকবেন অনেকটাই।

কাশি এবং শ্বাসযন্ত্রের অসুখ সারাতে কাজ করে

মধুর সঙ্গে থানকুনি পাতার রস মিশিয়ে খেলে তা সহজেই কাশি এবং শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য অসুখ সারাতে সাহায্য করতে পারে। তুলসি ও গোল মরিচ দিয়ে থানকুনি পাতা খেলে তা ঠান্ডা এবং জ্বরও নিরাময় করে। গলা ব্যথা এবং কাশি নিরাময়ের জন্য, থানকুনি পাতার রসের সঙ্গে সামান্য চিনি মিশিয়ে পান করুন। এটি সপ্তাহখানেক ধরে খেলে উপকার পাবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা আছে? নিয়মিত থানকুনি পাতা খাওয়ার চেষ্টা করুন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য থানকুনি পাতা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনি যদি খাবারের তালিকায় থানকুনি পাতা রাখেন তবে আর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগতে হবে না।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণ কার্যকরী থানকুনি পাতা। যা এই মহামারির সময়ে আরও বেশি জরুরি। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে থানকুনি পাতার রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সেবন করুন। এটি শিশুকে খাওয়ানোও উপকারী।

অনিদ্রা দূর করে

অনিদ্রার সমস্যা আপনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেকটাই অসুস্থ করে দেয়। তাই সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত ঘুম জরুরি। অনিদ্রার সমস্যা থাকলে তা দূর করার জন্য খেতে পারেন থানকুনি পাতা। প্রতিদিন দুইবার ২-৪ চামচ থানকুনির রস ও মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন। অনিদ্রার সমস্যা দূর হবে দ্রুত।

চুল পড়া কমায় চুল যদি অতিরিক্ত পড়তে থাকে তবে তা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারে থানকুনি পাতা। প্রতিদিন সকালে এক চা চামচ শুকনো থানকুনির গুঁড়া দিয়ে তৈরি প্যাক মাথায় ব্যবহার করলে তা চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে অনেকটাই।

মশা তাড়ানোর স্বাস্থ্যসম্মত ও দীর্ঘস্থায়ী উপায়গুলো

মশা তাড়ানোর দীর্ঘস্থায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায় জে''নে নিন - ১. কর্পূরঃ মশা তাড়াবার একটা সহজ উপায় হল কর্পূর এর ব্যবহার, কয়েক টুকরো কর্পূর আধকাপ জলে ভিজিয়ে খাটের নীচে রেখে দিন। এতে নিশ্চিত ভাবে বাসায় মশার উপদ্রপ কমে যাবে। ২. রোদঃ ঘরের,

লেপ, তোশক, বালিস, কাপড় ইত্যাদি মাঝেমধ্যে রোদে দিতে হবে।

এতে করে নানান পোকা মাকড় কম হয়। সতর্ক করসম্পর্কযুক্ত প্রশ্ন যোগ করমন্তব্য করুনমশা তাড়ানোর কয়েকটি উপায়- ৩. কর্পূরঃ কর্পূরের ব্যাবহার মশাবিতাড়ক হিসাবে চমতার কাজ করে। অন্যান্য প্রাকৃতি

সমাধানের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কার্যকরী উপাদান হচ্ছে কর্পূর। খুবই বেশি।অল্প পরিমাণ কর্পূর ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিন এবং ১৫-২০ মিনিট পর দেখুন, পুরো ঘর মশা মুক্ত হয়ে গেছে। ৪. তুলসিঃ প্যারাসিটোলোজি রিসার্চ জার্নালের

প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, মশার শুককীট মারতে এবং মশাকে দূরে রাখতে তীব্র ভাবে কাজ করে তুলসী। আপনার ঘরের বারান্দায় অথবা জানালার পাশে তুলসী গাছ লাগিয়ে রাখুন এবং মশা থেকে নিশ্চিন্তে থাকুন। এই গাছের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে মশাকে আপনার ঘররের

ভিতর আসতে দিবে না। ৫. রসুনঃ মশা তাড়ানোর আরেকটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে রসুন। রসুনের শক্তিশালী এবং তীব্র কটু গন্ধই আপনাকে মশার কামড় থেকে বাঁচাতে এবং আপনার ঘরকে মশা মুক্ত করতে যথেষ্ট উপকারী ভূমিকা রাখে।কিছু রসুনের কোষ নিয়ে তা জলে সেদ্ধ

করে নিন এবং সেই জল পুরো ঘরে স্প্রে করে দিন যদি আপনি মশা থেকে দূরে থাকতে চান, ইচ্ছে করলে আপনি আপনার শরীরেও স্প্রে করতে পারেন যদি আপনি মশার কামড় থেকে বাঁচতে চান।

তরমুজের খোসা না খেয়ে ফেলে দেন নষ্ট না করে চিংড়ি দিয়ে রেঁধে দেখুন

গরমকাল মানেই তরমুজ । গোটা গরম জুড়ে সকাল কিংবা দুপুর তরমুজের বাটি সাজিয়ে বসেন অনেকেই। তবে তরমুজের লাল অংশ খেয়ে বাকিটা ফেলে দেন বেশিরভাগ মানুষই। কিন্তু জানেন কি তরমুজের খোসা এর লাল অংশের মতো সমান পুষ্টিকর ও সুস্বাদু?

জানলে আর ফেলে দেবেন না তরমুজের খোসা। এই খোসা দিয়ে বানানো যায় সুস্বাদু আমিষ পদ কীভাবে বানাবেন ভাবছেন তো?

রইল রেসিপি

উপকরণ: এই পদ রান্না করতে লাগবে তরমুজের খোসা ছোট ছোট করে কাটা। ১ বাটি ডুমো করে কাটা আলু ও পেঁয়াজ। অর্ধেক কাপ টমেটো। ২৫০ গ্রাম কুঁচো চিংড়ি। ৪-৫ টা কাঁচা লঙ্কা, ৭-৮ কোয়া রসুন বাটা, এক চামচ আদা বাটা, ৩ টেবিল চামচ সরষের তেল। আর লাগবে অর্ধেক চা-চামচ জিরে গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো ও নুন।

পদ্ধতি: প্রথমেই চিংড়ি মাছগুলি ভাল করে ধিয়ে হলুদ, নুন ও লেবুর রস মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে ম্যারিনেটেড চিংড়ি মাছগুলি দিয়ে ভেজে তুলে নিন। এবার কেটে রাখা আলুগুলিও হালকা করে ভেজে নিন। এরপর ওই গরম তেলে আদা-রসুন ও পেঁয়াজ বাটা যোগ করুন। মিনিট খানেক নেড়ে তাতে লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো দিন। ভাল করে মেশান যতক্ষণ না তেল ছেড়ে দেয়। এরপর কেটে রাখা তরমুজের খোসা দিয়ে মিনিট পাঁচেক ভাল করে নেড়ে নিয়ে ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ ও আলু যোগ করে আরও ১০ মিনিট ভাল করে নাড়িয়ে নিন। মাখা-মাখা হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে ভাত ও রুটির সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

আপনি ক্যান্সার থেকে বাঁচতে চান তাহলে নিয়মিত আদা খান

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে এমনটা দাবি করা হয়েছে যে, নিয়মিত অল্প করে আদা খেলে শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং জিঞ্জেরল নামক দুটি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা ক্যান্সার রোগকে ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। আসলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে উপস্থিত টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। ফলে দেহের অন্দরে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

শীতের সময় পিঠের ব্যথা খুবই কমন একটি সমস্যা। সেই সঙ্গে জয়েন্ট পেইন তো আছেই। আর যদি বয়স ৫০ পেরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই! সেক্ষেত্রে ব্যথা যেন প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে আদা কষ্ট কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আসলে আদায় উপস্থিত বেশ কিছু উপকারি উপাদান শরীরে প্রবেশ করার পর প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন এত মাত্রায় কমিয়ে দেয় যে কোনো ধরনের ব্যথা কমতে সময়ই লাগে না। শুধু তাই নয়, আর্থাইটিসের ব্যথা কমাতেও এই প্রাকৃতিক উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, বেশ কিছু দিন আগে একদল বিজ্ঞানী আদার উপর একটি গবেষণা চালাচ্ছিলেন। সে সময় তারা খেয়াল করেছিলেন আদা খাওয়া মাত্র আমাদের শরীরে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নামে একটি উপাদান তৈরি হতে শুরু করে, যা শরীরের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গিয়ে যন্ত্রণা কমাতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে থাকে। এই কারণেই তো আর্থাইটিস রোগীদের নিয়মিত আদা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস করলে যে শুধু বডি পেইন এবং ক্যান্সারের মতো রোগ থেকেই দূরে থাকা সম্ভব হয়, এমন নয় কিন্তু! সেই সঙ্গে আরো অনেক উপকার পাওয়া যায়। যেমন.

১. ডায়রিয়ার মতো রোগের প্রকোপ কমায় শীতকাল মানেই জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া! আর কব্জি ডুবিয়ে খেতে খেতে এক সময় গিয়ে পেট ছেড়ে দেওয়াটাও খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তাই তো এই শীতে ঝাল-মশলা দেওয়া খাবার খাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত যদি অল্প করে আদা খেতে পারেন, তাহলে শুধু ডায়রিয়া নয়, কোনো ধরনের পেটের রোগেই আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

২. পেশীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

সারা সপ্তাহ দৌড়-ঝাঁপ করে কাজ করতে করতে সপ্তাহান্তে আমাদের শরীরের প্রায় প্রতিটি পেশীই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সময় তাদের চাঙ্গা করার জন্য কী করা যেতে পারে? কিছুই নয়, এমন পরিস্থিতিতে এক গ্লাস আদা-জল পান করে ফেলুন। এমনটা করলে দেখবেন নিমেষে শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আসলে আদা, পেশীর কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই কারণেই তো বডি বিল্ডারদেও আদা- জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

৩. ডায়াবেটিস রোগকে দূরে রাখে

নিয়মিত আদার সঙ্গে অল্প করে লেবুর রস মিশিয়ে পান করার অভ্যাস করলে একদিকে যেমন কিডনির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি শরীরে জিঙ্কের ঘাটতি দূর হতে শুরু করে। এই খনিজটি ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা এত মাত্রায় বাড়িয়ে দেয় যে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না।

৪. ওজন হ্রাস করে

অতিরিক্ত ওজনের কারণে যদি চিন্তায় থাকেন, তাহলে আজ থেকেই আদা খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন দারুন উপকার মিলবে! আসলে আদার অন্দরে থাকা একাধিক উপকারি উপাদান ক্ষুধা কমিয়ে দেয়। ফলে খাওয়ার পরিমাণ কমতে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত মেদও ঝরতে শুরু করে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে আসতে একেবারেই সময় লাগে না।

৫. জ্বরের চিকিতায় কাজে আসে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলার মধ্য দিয়ে জ্বর এবং সংক্রমণের মতো শারীরিক সমস্যার প্রকোপ কমাতে এই প্রাকৃতিক উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পলন করে থাকে। তাই তো সারা শীতকাল জুড়ে বাচ্চাদের নিয়মিত আদা জল খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা।

৬. হাড়কে শক্তপোক্ত করে

যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি ইউনির্ভাসিটির গবেষকদের করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এই প্রাকৃতিক উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে দেহের অন্দরে প্রদাহ কমানোর মধ্যে দিয়ে অ্যার্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপ কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে আদার শরীরে থাকা জিঞ্জেরল নামক এটি উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭. ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায়

আদায় উপস্থিত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন, যা ত্বকের অন্দরে জমে থাকা টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। সেই সঙ্গে কোলাজেনের উতাদনও বাড়িয়ে দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ত্বকের সৌন্দর্য বাড়তে শুরু করে। প্রসঙ্গত, এই মশলাটিতে থাকা ভিটামিন এ এবং সি চুলের সৌন্দর্য বাড়াতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ত্বকের উপর বয়সের ছাপ না পড়ুক, এমনটা যদি চান, তাহলে নিয়মিত আদা খেতে ভুলবেন না যেন!

৮. ব্রেন পাওয়ার বাড়ায়

একাধিক গবেষণায় একথা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে আদায় উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং উপকারি ভিটামিন, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যাতে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে না যায়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতিশক্তি বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটে চোখে পড়ার মতো।

৯. হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে

বেশ কিছু কেস স্টাডি করে দেখা গেছে নিয়মিত সকাল বেলা যদি এক গ্লাস করে আদা জল পান করা যায়, তাহলে পাকস্থলির কর্মক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে পাঁচক রসের ক্ষরণ বেড়ে যেতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বদ-হজম এবং গ্যাস-অম্বলের সমস্যা কমতে শুরু করে। প্রসঙ্গত, গর্ভাবস্থায় সকাল সকাল যদি এই পানীয়টি খাওয়া শুরু করতে পারেন, তাহলে মর্নিং সিকনেসের মতো সমস্যা একেবারে কমে যায়।

CENSUS OF INDIA – 2027
STATE LEVEL CONFERENCE
Phase-I: Houselisting & Housing Census (HLO)
Date : 27th April 2026
Venue : Pragna Bhawan, Hall No. II, Agartala

সোমবার প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরীয় আদমসুমারি। ছবি নিজস্ব।

তেলেঙ্গানায় এমএলসি হিসেবে শপথ নিলেন আজহারউদ্দিন ও কোদন্দরাম

হায়দরাবাদ, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): তেলেঙ্গানার সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন এবং অধ্যাপক এম. কোদন্দরাম রেড্ডি সোমবার রাজ্যের বিধান পরিষদের (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

বিধানসভা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিষদের চেয়ারম্যান জি. সুখেন্দর রেড্ডি তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভন্থ রেড্ডি, তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মহেশ কুমার গৌড় এবং শাসক কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা।

রবিবার রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা গভর্নরের কোটায় আজহারউদ্দিন ও কোদন্দরামকে এমএলসি হিসেবে মনোনীত করেন। তবে এই মনোনয়ন সংক্রান্ত মামলাগুলির চূড়ান্ত রায়ের উপর নির্ভরশীল থাকবে বলে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ডি. রাজেশ্বর রাও এবং ফারুক হুসেনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তাঁদের পরিবর্তে আজহারউদ্দিন ও কোদন্দরামকে মনোনীত করা হয়েছে।

প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক আজহারউদ্দিনের এমএলসি পদে মনোনয়ন কংগ্রেস ও তাঁর জন্য বড় স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে তাঁকে বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য হতে হত, যাতে তিনি মন্ত্রিসভায় থাকতে পারেন।

অন্যদিকে, তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের আন্দোলনের অন্যতম মুখ কোদন্দরাম, তেলেঙ্গানা জন সমিতির (টিজেএস) নেতা, যিনি ২০২৩ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন।

এই মনোনয়নের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার অবসান হল। গত বছরের ৩০ আগস্ট তেলেঙ্গানা মন্ত্রিসভা গভর্নরের কোটায় তাঁদের নাম সুপারিশ করেছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলায় রাজ্যপাল এতদিন সেই অনুমোদন দেননি।

সম্প্রতি ১৯ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে এই মনোনয়নের অনুমোদন চেয়েছিলেন। গত মাসে তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে কোনও আপত্তি জানায়নি এবং রাজ্য সরকার চাইলে রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য উদ্যোগ নিতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে কোদন্দরাম ও আমের আলি খান এমএলসি হিসেবে মনোনীত হলেও পরবর্তীতে আইনি জটিলতায় সেই প্রক্রিয়া স্থগিত হয়। এই নিয়ে একাধিক মামলা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে।

‘মমতার কথা কেন শুনবেন?’ ‘ভাড়া করা সমর্থক’ অভিযোগ খারিজ অমিত শাহের

বেহালা, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভাড়া করা সমর্থক’ আনার অভিযোগকে সরাসরি খারিজ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, এত বড় জনসমাগম বাইরে থেকে আনা সম্ভব নয় এবং এই ধরনের অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে শাহ বলেন, “এই ভিড়টা দেখান তো। এত মানুষ কি বাইরে থেকে আসতে পারে?” পাশাপাশি তিনি মন্তব্য করেন, “ক্যা ইয়ার, আপনি-ও কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনছেন?”, অর্থাৎ এই ধরনের দাবি গুরুত্ব দেওয়ার মতো নয় বলেই ইঙ্গিত দেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ৫ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, বিজেপি অন্য রাজ্য থেকে লোক এনে এবং টাকা দিয়ে সমর্থকদের সভায় জড়ো করছে, যাতে চলতি বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলা যায়।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অমিত শাহ আরও বলেন, বিজেপি এই নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করবে। তাঁর কথায়, “আমরা বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই নির্বাচন জিতব।”

বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “কোনও সংঘর্ষই নেই; নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই হচ্ছে। যারা আগে বাংলার নির্বাচন কভার করেছেন, তারা জানেন প্রতি নির্বাচনে কত মানুষ মারা যেত।”

অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার জগতদলে রবিবার রাতে দুই দলের কর্মীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা সামনে এসেছে। ইটবৃষ্টি, গুলি ও তাজা বোমা ব্যবহারের অভিযোগে একাধিক ব্যক্তি আহত হন। অন্তত তিনজন জখম হন এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) এক জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জলেবি মাঠের সভার পোস্টার ও পতাকা সরানো নিয়ে বিজেপি কর্মীদের অভিযোগের জেরে থানার কাছে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

এদিকে, ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার প্রচার জোরকদমে চলছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোটারদের আকর্ষণ করতে সভা, রোডশো ও জনসংযোগ বাড়িয়েছে।

প্রথম দফার ভোটগ্রহণে ২৩ এপ্রিল রাজ্যে ৯২.০৩ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা ১৯৫১ সালের পর সর্বোচ্চ। কিছু বিচ্ছিন্ন অশান্তির ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে ভোটগ্রহণ সফলভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

জগতদলে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): উত্তর ২৪ পরগনার জগতদলে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। সোমবার কমিশন রাজ্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, ঘটনায় জড়িত সকলকে দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার করতে হবে। রবিবার রাতে এই সংঘর্ষে একাধিক ব্যক্তি আহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ জগতদলে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়, যা পরে সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঘটনাস্থলে বোমা বিস্ফোরণও ঘটে। এতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) এক জওয়ান আহত হন। এই ঘটনায় বিস্তারিত রিপোর্টও চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রবিবার রাতে স্থানীয় নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং জগতদল থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান। সেই সময় থানার সামনে প্রায় ২০০ তৃণমূল সমর্থক জড়ো হন। প্রথমে বচসা এবং পরে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা বোমা ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে, যার ফলে সিএপিএফ জওয়ান আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে সিএপিএফ ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন কৌশিক দাস, সিকান্দর প্রসাদ, গোপাল রাউত এবং শ্যামদেব শ’। আরও কয়েকজন অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের দ্রুত খুঁজে বের করে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

একই সঙ্গে ওই এলাকায় রাজ্য পুলিশ ও সিএপিএফ-কে লাগাতার টহলদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছড়ায়।

উল্লেখ্য, আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যের ছয়টি জেলায় ছড়িয়ে থাকা ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ হবে, যার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতাও রয়েছে। ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, দ্বিতীয় দফার ভোটে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা প্রথম দফার তুলনায় আরও কড়া ও সুরক্ষিত।

অনন্তনাগে বড় মাদকচক্র ভাঙল পুলিশ, ১৬৬ কেজি নিষিদ্ধ পদার্থ উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

শ্রীনগর, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় বড়সড় মাদকচক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। অভিযানে প্রায় ১৬৬ কেজি নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে এবং চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় অন্যতম বড় এই মাদকবিরোধী অভিযানে গাঁজা ও চসহ বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এবং নিয়মিত তল্লাশির সময় জেলার বিভিন্ন জায়গায় একযোগে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য আসে।

শালগাম ক্রসিং এলাকায় টহলদারির সময় শ্রীগুফওয়ারা থানার পুলিশ একটি গাড়ি (জেকে০১ডব্লিউ-৭৩২৮) আটক করে। তল্লাশিতে প্রায় ১১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয় এবং ঘটনাস্থল থেকেই নাজির আহমেদ খাটানা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় এফআইআর নং ৩৯/২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।

অন্য একটি অভিযানে ডায়ালগাম পুলিশ পোস্ট আদালতের পরোয়ানা নিয়ে ওয়াট্রিগাম এলাকায় মোহাম্মদ রফিক ইটুর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখানে প্রায় ৫১ কেজি চরাস সদৃশ পদার্থ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এফআইআর নং ১১৯/২০২৬-এ এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

এছাড়া সাখরাস ক্রসিংয়ে নাকা চেকিং চলাকালীন পুলিশ রইস আহমেদ শাহ নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে, যার কাছ থেকে প্রায় ৫ কেজি চরাস গুঁড়ো উদ্ধার হয়।

অন্যদিকে, দুডনাদ ওয়াঘামা এলাকায় বিজবেহারা থানার পুলিশ আরও এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। তাঁর কাছ থেকে ১৭০ গ্রাম চরাস এবং ১৮,৭০০ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এসএসপি অমোদ অশোক নাগপুরে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অনন্তনাগে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার হয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে একাধিক বড় উদ্ধার ও গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে।

সমস্ত ঘটনার তদন্ত চলছে এবং এই মাদক পাচার চক্রের বৃহত্তর নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

একই সঙ্গে অনন্তনাগ পুলিশ মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং সাধারণ মানুষকে মাদক সংক্রান্ত কোনও তথ্য থাকলে পুলিশকে জানানোর আহ্বান জানিয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invited sealed cover quotation from bonafide vehicle owner for hiring 04(four) Nos. of Light Motor Vehicle (Preferable- Bolero) for maintaining Law and order duty for the period of 01 (one) year under Dhalai District. The tender (s) /quotation (s) will be received/dropping in the office of the undersigned on 12/05/2026 from 1100 hrs. to 1400 hrs and the tender(s) /Quotation(s) will be opened on the same day at 1600 hrs. just after closing the tender in presence of the tenderer who may like to be present. The tender form and terms & conditions may be collected from the MT. Section or office of the undersigned on any working day during the office hours.

ICA/C-156/26

Superintendent of Police
Dhalai District, Tripura

NIT No:- e-PT-02/EE/RDMNP/PNIT/2026-27, Date,23/04/2026.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura invites e-tender (two bid) from eligible bidders up to 3.00 P.M of 12/05/2026 for "Empanelment of vendor for Procurement of 3(three) types of materials(Bricks/Stone/Steel) for various worksites of all 4(Four) RD Block under the jurisdiction of R.D Mohanpur Division". For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2343329. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-169/26

Executive Engineer
RD Mohanpur Division
Mohanpur, West Tripura.

Notice Inviting E-Tender

Sub: Procurement of Chemicals & Reagents, Instruments & Equipment and other allied items for Disease Investigation Laboratories under Animal resources Development Department, Government of Tripura for the year 2026-27, 2027-28.

Tender documents may be downloaded from http://www.ardd.tripura.gov.in/ http://tripuratenders.gov.in The last date/time of submission of the Tender Documents online is on 06/05/2026 at 5.00 PM.

Notes:-All the above-mentioned time are as per clock time of e-Procurement website http://tripuratenders.gov.in

Director,
Animal Resource Development Department
Government of Tripura

ICA/C-164/26

Walk-in Interview for Guest/Visiting Lecturer

A Walk-In-Interview is scheduled to be held on 11th May 2026 at 11:00 AM at the College of Agriculture, Tripura, Lembucherra for engagement of Guest/ Visiting Lecturers in the subjects of Crop Physiology (1), Agricultural Statistics (1), Agricultural Entomology/Nematology (1) and Agro-meteorology/Agronomy (1). For eligibility criteria, honorarium, reservation, and other terms and conditions, candidates are advised to visit the college website: https://coatripura.ac.in/.

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

ICA/D-82/26

গ্যাংটকের রাস্তায় উপচে পড়া ভিড়, মোদির রোডশো ঘিরে উৎসবের আমেজ

গ্যাংটক, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): সিকিমের রাজ্যত্বের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গ্যাংটকে পৌঁছাতেই শহরের রাস্তায় উপচে পড়ল জনসমাগম। উচ্ছ্বসিত মানুষজন রাস্তার দু’ধারে দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকা নাড়িয়ে এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

প্রধানমন্ত্রীর এই উচ্চপ্রোফাইল সফরকে ঘিরে শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিরালু দ্বার থেকে এমজি মার্গ পর্যন্ত পুরো রাস্তা জাতীয় পতাকায় সজ্জিত করা হয়, যা শহরে উৎসবের আবহ তৈরি করে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সফর ঘিরে উচ্ছ্বাস ও আশার সুর শোনা গিয়েছে। উদ্যোক্তা দিবাকর বাসনেট বলেন, “সিকিমের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সফরে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, তিনি রাজ্যের বঞ্চিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করবেন এবং সিকিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন।”

তিনি আরও জানান, গত বছর আবহাওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। তবে এবারের সফর নিয়ে সবাই আশাবাদী ও আনন্দিত।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনের পর তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রায় দুই কিলোমিটার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক রোডশোর আয়োজন করা হয়েছে, যা লোক ভবন পর্যন্ত যাবে, যেখানে তিনি রাত্রিবাস করবেন।

এই সফর সিকিমের স্বর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছর খারাপ আবহাওয়ার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, এটি সেই প্রচেষ্টার দ্বিতীয়বার।

২৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী গ্যাংটকের অর্কিডারিয়াম পরিদর্শন করবেন, যা রাজ্যের সমৃদ্ধ পরিবেশ ও ফুলের বৈচিত্র্য তুলে ধরার জন্য তৈরি একটি বিশ্বমানের কেন্দ্র।

সকালে প্রায় ১০টা নাগাদ তিনি পালজর স্টেডিয়ামে স্বর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন অবকাঠামো, সংযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, নগরোন্নয়ন, পরিবেশ, পর্যটন ও কৃষি সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং জনসভায় ভাষণ দেবেন।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নামচি জেলার ইয়াংগাংয়ে ১০০ শয্যার আয়ুর্বেদ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং এনআইটি দিওরালিতে ৩০ শয্যার সমন্বিত সোয়া-রিগা হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইয়াংগাংয়ে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস, চাকুংয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইউনিভার্সিটি অফ এক্সেলেন্সের প্রশাসনিক ভবন, সোকচেগাংয়ে হেলেন লেপচা মেডিক্যাল কলেজ এবং গ্যালশিং জেলায় ডেন্টাম প্রফেশনাল কলেজের উদ্বোধন করবেন।

এছাড়াও একাধিক আবাসিক বিদ্যালয়, মডেল ডিগ্রি কলেজ, আইটি-সক্ষম অবকাঠামোসহ বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে তিস্তা নদীর উপর দুটি স্টিল আর্চ ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বারধাং থেকে নামচি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।

বিদ্যুৎ, নগরোন্নয়ন, পরিবেশ ও পর্যটন ক্ষেত্রেও একাধিক প্রকল্পের সূচনা হবে। পাশাপাশি কৃষি ও শিল্পোন্নয়নে সহায়ক উদ্যোগও ঘোষণা করা হবে।

P'NIeT No.:16/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 22/04/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:-:

DNIT No :	14/EE/DNIT/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Providing, installation and commissioning of Air Conditioning Machines in the Computer Lab at Eklavaya Model Residential School (EMRS), Khumulwng, Tripura (W)
Estimated Cost :	Rs. 4,28,450.00
Time of Completion :	180 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 8569.00
Last date and time of Submission of Bid :	05/05/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-160/26

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক মাদকচক্র ভাঙল ক্রাইম ব্রাঞ্চ কুরিয়ারে আমেরিকায় পাঠানো হচ্ছিল নিষিদ্ধ ওষুধ

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আমেরিকায় কুরিয়ার মারফত সাইকোট্রপিক ওষুধ পাচারের সঙ্গে যুক্ত একটি সংঘবদ্ধ চক্রের পর্দাফাঁস করা হয়েছে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের ২৭ এপ্রিলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অভিযানে জব্দ হয়েছে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ওষুধ যার মধ্যে রয়েছে জোলপিডেম, ট্রামাডল এবং ডায়াজেপাম। অভিযুক্তরা ভুয়ো কেওয়াইসি নথি, নকল বিল এবং কুরিয়ার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এই ওষুধ বিদেশে পাঠাত এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়া পরিচালনা করত।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের বক্তব্য, “এই চক্র ভেঙে দিয়ে মাদক সংগ্রহ, লুকিয়ে রাখা, ভুয়ো নথি তৈরি, কুরিয়ার রুট ব্যবহার, ডিজিটাল সমন্বয় এবং অর্থ লেনদেন গোটা শৃঙ্খলই সামনে এসেছে।”

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মতি নগরের একটি কুরিয়ার গুদামে আমেরিকাগামী একটি সন্দেহজনক পার্সেল আটক করার পর এই মামলার সূত্রপাত। তল্লাশিতে দেখা যায়, সাধারণ পণ্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে সাইকোট্রপিক পদার্থ।

দীর্ঘ তদন্তে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, ব্যাঙ্ক লেনদেন, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং কুরিয়ার রেকর্ড খতিয়ে দেখে পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন অভিষেক ভার্গব, ইয়াসার খান, নীতিন, নীরজ রাঘব এবং অমিতেশ রায়।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের মূল মাথা ইয়াসার খান, যিনি ওষুধ সংগ্রহ, বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ব্যাঙ্ক ও ইউপিআই মারফত অর্থ লেনদেনের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে লখনউয়ে একই ধরনের এনডিপিএস মামলার আগের রেকর্ডও রয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, ভুয়ো বা পরিবর্তিত ইনভয়েস ব্যবহার করে ফার্মাসিউটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে এই ওষুধ সংগ্রহ করা হত। পরে সেগুলি তুলো বা লেসের মতো সাধারণ জিনিসের আড়ালে লুকিয়ে কুরিয়ারে পাঠানো হত। ধরা পড়া এড়াতে ওষুধের স্ট্রিপের ব্যাচ নম্বর মার্কার দিয়ে মুছে দেওয়া হত।

অভিযানে আটক পার্সেল থেকে ৩,৫০০টিরও বেশি জোলপিডেম ট্যাবলেট এবং ২,৫০০টির বেশি ট্রামাডল উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও গ্রেফতারের সময় ডায়াজেপামসহ আরও বেশ কিছু নিষিদ্ধ পদার্থ উদ্ধার করা হয়েছে।দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কুরিয়ার চ্যানেল ব্যবহার করে সংগঠিত মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নজরদারি ও অভিযানেরই ফল এই সাফল্য।

Department Of Health
Office of the Chief Medical Officer

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডিওয়াইএফআই'র প্রতিনিধির সাক্ষাৎ। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ভারত, উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে ভারত এবং উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ আরও বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

সোমবার এক আন্তঃমন্ত্রক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (ইউএই)-তে সরকারি সফরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে। ২৫ ও ২৬ এপ্রিল অজিত ডোভাল ইউএই সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে ভারতের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও কথা হয়।”

জয়সওয়াল জানান, এক মাসের মধ্যে এটি ইউএই-তে ভারতের দ্বিতীয় উচ্চপর্যায়ের সফর। এর আগে ১১-১২ এপ্রিল বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ইউএই সফরে গিয়ে তাঁর সমকক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় সংঘাতের মধ্যে ভারতীয়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইউএই-কে ধন্যবাদ জানানো হয়।

একই বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব (গালফ) অসীম আর মহাজন জানান, পশ্চিম এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে কেন্দ্র নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এ জন্য মন্ত্রকে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু রাখা হয়েছে, যা ভারতীয় নাগরিক ও তাঁদের পরিবারের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

তিনি বলেন, “আমাদের দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলি ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন চালু রেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছে। স্থানীয় সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছে এবং নিয়মিত আপডেটেড অ্যাডভাইসারি জারি করা হচ্ছে।”

মহাজন আরও জানান, পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে বিমান পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার যাত্রী ওই অঞ্চল থেকে ভারতে ফিরেছেন।

বর্তমানে ইউএই থেকে ভারতে প্রায় ১০৫টি ফ্লাইট চালানোর কথা রয়েছে। সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, বাহরিন থেকেও সীমিত সংখ্যক ফ্লাইট চলছে। কাতারের আকাশসীমা আংশিক খোলা রয়েছে এবং কাতার এয়ারওয়েজ পরিষেবা চালাচ্ছে। খুব শীঘ্রই এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগোও কাতার থেকে পরিষেবা শুরু করতে পারে।

ইরানের আকাশসীমা আংশিকভাবে খোলা থাকায় ভারতীয়দের সেখানে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় ২,৪৬১ জন ভারতীয়কে স্থলপথে দেশ ছাড়তে সাহায্য করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৮ এপ্রিল থেকে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি শুরু হলেও পরবর্তী আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গ্যাংটকে প্রধানমন্ত্রীর সফর, জারি ট্রাফিক বিধিনিষেধ; একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন

গ্যাংটক, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): দু’দিনের সফরে সিকিমে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর আগমনকে ঘিরে গ্যাংটকের বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচলে অস্থায়ী বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গঞ্জু লামা দ্বার থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত জাতীয় সড়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকায় সাধারণ মানুষকে বিকল্প পথ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে গোটা শহরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। একাধিক সংস্থা সমন্বয় রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্রের পর ধাপে ধাপে স্বাভাবিক যান চলাচল পুনরুদ্ধার করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এই সফরে প্রধানমন্ত্রী সিকিমের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং ৪,০০০ কোটিরও বেশি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

মঙ্গলবার তিনি গ্যাংটকের অর্কিডারিয়াম পরিদর্শন করবেন, যা একটি বিশ্বমানের অর্কিড অভিজ্ঞতা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এরপর পালজোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করবেন এবং ভাষণ দেবেন।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নামচির ইয়াংয়াং-এ ১০০ শয্যার আয়ুর্বেদ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং এনআইটি ডেওরালিতে ৩০ শয্যার সমন্বিত সোয়া রিগা হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইউনিভার্সিটি অব এক্সেলেন্সের প্রশাসনিক ভবন, হেলেন লেপচা মেডিক্যাল কলেজ এবং ডেন্টাম প্রফেশনাল কলেজের উদ্বোধন হবে। এছাড়াও ১৬০টি স্কুলে আইটি-ভিত্তিক পরিকাঠামো চালু করা হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে তিস্তা নদীর উপর দুটি ডাবল-লেন স্টিল আর্চ ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বার্ডহাং-নামচি সড়কের উন্নত সংস্করণের উদ্বোধন করবেন তিনি।

নগরোন্নয়ন, পরিবেশ, পর্যটন ও কৃষি ক্ষেত্রেও একাধিক প্রকল্পের সূচনা করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে জনসেবা সচিবালয়, সিভিল সার্ভিস অফিসার্স ইনস্টিটিউট, আবাসন প্রকল্প, দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এবং পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন।

এই সফর সিকিমের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কেন্দ্রের অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করছে।

বাংলায় ভোটের আগে ৫১০ কোটি টাকার নগদ, মদ ও উপঢৌকন বাজেয়াপ্ত: নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় সাফল্য নির্বাচন কমিশনের। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত নগদ টাকা, মদ, মাদক ও অন্যান্য উপঢৌকন মিলিয়ে মোট ৫১০.১০ কোটি টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সোমবার জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই বাজেয়াপ্তির পরিমাণ ইতিমধ্যেই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় উদ্ধার হওয়া ৩৩৯ কোটি টাকার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

১৫ মার্চ নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে, প্রথম দফার ভোট (২৩ এপ্রিল) পর্যন্ত মোট বাজেয়াপ্তির মধ্যে রয়েছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা নগদ, ১২৬.৮৫ কোটি টাকার মদ, ১১০.১২ কোটি টাকার মাদক, ৫৮.২৮ কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু এবং ১৮৪.৮৫ কোটি টাকার অন্যান্য উপঢৌকন।

অবাধ ও প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজ্যজুড়ে ২,৭২৮টি ফ্লাইং স্কোয়াড টিম (এফএসটি) মোতায়েন করা হয়েছে, যারা অভিযোগ পাওয়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নিচ্ছে। পাশাপাশি ৩,১৪২টি স্ট্যাটিক সার্ভেল্যান্স টিম (এসএসটি) বিভিন্ন জায়গায় আকস্মিক চেকপোস্ট বসিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে।

অবৈধ মদের উৎপাদন, মজুত ও পাচারের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানও চালানো হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন ২৬ ফেব্রুয়ারি ‘ইলেকশন সিজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ (ইএসএমএস) চালু করেছে, যাতে প্রলোভনমুক্ত ভোট এবং মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (এমসিসি) কঠোরভাবে কার্যকর করা যায়।

এদিকে ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। স্পর্শকাতর ও অতিস্পর্শকাতর বুথগুলির বাইরে যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত সিসিটিভির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রথম দফায় বুথের ভিতরে ও বাইরে সিসিটিভি থাকলেও, বুথের বাইরে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ আসায় এবার অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুথের প্রবেশপথ ও আশপাশের রাস্তাগুলিও এখন কড়া নজরদারিতে থাকবে।

উল্লেখ্য, ২৯ এপ্রিল রাজ্যের ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে এবং ২৯৪ আসনের ফল ঘোষণা করা হবে ৪ মে।

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ২৪ ঘণ্টায় ১,০৯৫ জনকে প্রতিরোধমূলক গ্রেফতার

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটের আগে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ অভিযানে মোট ১,০৯৫ জনকে প্রতিরোধমূলক গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-র দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ৩৬ ঘণ্টায় এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৫৮৩। নির্বাচন ঘিরে অশান্তি রুখতেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে।

সিইও দফতরের এক আধিকারিক জানান, “যাঁদের অতীতে নির্বাচনী হিংসার সঙ্গে জড়িত থাকার রেকর্ড রয়েছে, তাঁদেরই চিহ্নিত করে এই গ্রেফতার করা হয়েছে।” ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর নারুগোপাল ভাকতও।

জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি গ্রেফতার হয়েছে পূর্ব বর্ধমানে ৪৭৯ জন। এরপর রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা (৩১৯), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (২৪৬), কলকাতা (উত্তর) (১০৯), হুগলি (৪৯), এবং নদিয়া ও হাওড়া উভয় জেলায় ৩২ জন করে।

উত্তর ২৪ পরগনার জগতদলে রবিবার রাতে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া চারজন কৌশিক দাস, সিকান্দর প্রসাদ, গোপাল রাউত ও শ্যামদেব শ’-এর নামও এই তালিকায় রয়েছে।

এডিসির পরামর্শদাতা

● প্রথম পাতার পর

চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন এই চুক্তির বিষয়ে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করবেন ও আলোচনা করবেন। এডিসি এলাকার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসাবে আর্থিক সমস্যাকে দায়ী করে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন রাজ্য সরকারের সদিচ্ছায় আগামীদিনে এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। তিনি আগামী দিনে পর্যটন, শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। .

শান্তিরবাজারে মিষ্টির কারখানায় ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার, কালোবাজারির অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ এপ্রিল: শান্তিরবাজারে গ্যাস সিলিন্ডার প্রাপ্তি নিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির মধ্যেই একটি মিষ্টির কারখানায় বেশ কয়েকটি ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শান্তিরবাজারে অবস্থিত সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভান্ডারের কারখানায় একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি কারখানার বাইরেও অনেক সিলিন্ডার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, ওই কারখানা থেকে প্রতিদিন একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার কালোবাজারিতে পাচার করা হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। তবে এত বিপুল সংখ্যক সিলিন্ডার কোথা থেকে আসছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

যেখানে সাধারণ মানুষ গ্যাস সিলিন্ডার পেতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেখানে একটি বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কীভাবে নিয়মিত এত সিলিন্ডার ব্যবহার হচ্ছে, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং কালোবাজারির অভিযোগের সঠিক তদন্ত করা হোক। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

রামমন্দির উদ্বোধনের মতোই অনুভূতি পেয়েছি বাংলার নির্বাচনী প্রচারে: প্রধানমন্ত্রী মোদি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রাজ্যের মানুষের উদ্দেশে বাংলায় খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, বাংলার নির্বাচনী প্রচারে তিনি সেই একই অনুভূতি পেয়েছেন, যা তিনি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের সময় পেয়েছিলেন।

চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “পশ্চিমবঙ্গে প্রচারের সময় এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তি অনুভব করেছি। টানা কর্মসূচি এবং তীব্র গরম সত্ত্বেও কোনও ক্লান্তি অনুভব করিনি। প্রতিটি সভা ও রোডশো যেন এক একটি তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার মতো মনে হয়েছে।”

তিনি আরও লেখেন, “মা কালী-ভক্তদের সঙ্গে প্রতিবার দেখা করে মনে হয়েছে দেবী নিজেই আমাকে শক্তি দিচ্ছেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের সময় আমি ১১ দিন ধরে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, উপবাস পালন করেছিলাম। এবারের বাংলার প্রচারেও সেই একই অনুভূতি পেয়েছি।”

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছেন, তা তিনি কখনও ভুলবেন না। “প্রতিটি কর্মসূচির পর ছবি দেখতাম, মানুষের চিঠি পড়তাম এবং উত্তর দিতাম। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই ভালোবাসাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ,” তিনি লেখেন।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজ, উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে আগ্রহী। “যুবকরা স্বাধীন পরিবেশ চায়, মহিলারা নিরাপদ ও মুক্ত চলাফেরা চান। প্রতিটি নাগরিক ও পরিবার পরিবর্তন চায়। দীর্ঘদিন তারা ভয়ের মধ্যে থেকেছে, এখন তারা আস্থা চায়,” তিনি লেখেন।

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, মানুষ এখন বিজেপিকে রাজ্যের শাসনভার দিতে চায়। তিনি আরও বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সেবা করা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। রাজ্যের প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করা আমার কাছে গৌরবের বিষয় হবে।”

চিঠির শেষে তিনি জানান, আগামী মাসে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজ্যের মানুষের সঙ্গে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি আগ্রহী।

সোনামুড়ায় প্রাথমিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৭ এপ্রিল: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখা কমিটির সদস্য সচিব ডা. সৌভিক দেববর্মা এবং সিপাহীজলা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশীষ দাস গতকাল সোনামুড়া মহকুমা এলাকার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জায়গায় অবস্থিত প্রাথমিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন।

এইসব স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি হল সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমলনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ অন্যান্য সামাজিক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। পরিদর্শনকালে তারা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ করে ৯ থেকে ১০ মাস বয়সী সদ্যোজাত শিশু যাদের এখনও হামের টিকা এম আর নামক ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি তাদের সঠিকভাবে হামের টিকা দেওয়া হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন।

পাশাপাশি এই সব স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোর ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং চিকিৎসা কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় কালে যে সব সদ্যোজাত শিশুদের এম আর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে ভ্যাকসিন দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে ভারতের

● প্রথম পাতার পর

দেন এবং প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানকে শুভেচ্ছা জানান।

বিশাগলড় গুলিকান্ডে

● প্রথম পাতার পর

এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের ভিত্তিতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

ঘটনার পর থেকেই বিশালগড় জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন।

বাংলায় মানুষকে

● প্রথম পাতার পর

হবে।” বিজেপি ক্ষমতায় এলে কলকাতার আশেপাশে বড় ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ হাব গড়ে তোলার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বড় বিনিয়োগের অভাব, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অন্য রাজ্যে সরে যাওয়ার ফলে বেকারত্ব পশ্চিমবঙ্গের বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে রাজ্যের যুবসমাজ কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, “এইবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচিত করুন। প্রধানমন্ত্রী এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে কাজ করে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সাধন করবে।”

তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মোদি বলেন, দলের কাছে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কোনও রূপরেখা নেই। “তাদের নেতারা শুধু নিজেদের উন্নয়ন নিয়েই ব্যস্ত। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তাদের কোনও ইচ্ছা বা দূরদৃষ্টি নেই। আবার সুযোগ দিলে তা আরও ক্ষতির কারণ হবে।”

তিনি দাবি করেন, “পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিরাপত্তা, সুযোগ এবং সৎ শাসন চায়, যা তৃণমূল কংগ্রেস দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।”

মহিলা সংরক্ষণ বিল

● প্রথম পাতার পর

বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী কার্তিক কান্য দেববর্মা ও কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে-র স্মৃতিতে শোক প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। শোক প্রস্তাব শেষে বিএসি-র প্রতিবেদন পেশ করা হবে, তারপর মুখ্য আলোচনা হবে। সিপিআইএম ও কংগ্রেস-সহ সব রাজনৈতিক দলের সদস্যরা এতে অংশ নেবেন। প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানাতে চাই, যাতে এই ১৩১তম সংশোধনী বিল বিষয়টি আবার উত্থাপিত ও পাশ করানো যায়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার বৃদ্ধের

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে আত্মীয়-পরিজন ও স্থানীয়দের মধ্যে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সরব প্রদেশ কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া পর্যন্ত নানা অসঙ্গতি রয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। এমনকি বহু ক্ষেত্রে নিয়োগের আগে থেকেই প্রার্থীদের নাম ঠিক করা ছিল বলেও দাবি করা হয়।

প্রেস বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, যা রাজ্যের বেকার যুবকদের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। দীর্ঘদিন ধরে চাকরির আশায় থাকা বহু যোগ্য প্রার্থী এই প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত হয়েছেন বলে কংগ্রেসের অভিযোগ।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন করে স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ফলে সাধারণ মানুষ এবং বেকার যুবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা এই বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে কংগ্রেস স্পষ্ট করেছে, এই ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে তারা ভবিষ্যতেও আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং বঞ্চিতদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে রাস্তায় নামবে।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ দ্বিতীয় দফা

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন এবং অন্যান্য রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি থাকবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের সদস্যরা।

এই ১৪২টি কেন্দ্রে লড়াই মূলত চতুর্মুখী। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট, এআইএসএফ এবং কংগ্রেস।

এই দফার প্রচারে মূলত শাসক তৃণমূল-কে নিশানা করেছে বিজেপি। দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি এবং শিল্পের দুরবস্থা ছিল তাদের প্রধান ইস্যু।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান নিশানা ছিল নির্বাচন কমিশন। বিশেষত ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলে শাসকদল।

বামফ্রন্ট ও এআইএসএফ উভয়েই তৃণমূল ও বিজেপিকে আক্রমণ করলেও তাদের আক্রমণের তীব্রতা বেশি ছিল শাসক দলের বিরুদ্ধে। তারা অভিযোগ করে, তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে গোপন সমঝোতা রয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের মূল নিশানা ছিল বিজেপি। গত সপ্তাহে এক জনসভায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী মন্তব্য করেন, বিজেপি ও তৃণমূল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

আগামী দু’দিন রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির

● প্রথম পাতার পর

জটিল করে তুলতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। ওই সতর্কতা ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত বহাল থাকবে। ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলা দলগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নীচু এলাকাগুলিতে জল জমার সম্ভাবনা থাকায় সেসব এলাকায় বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্যের বাকি অংশে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। সেখানে বজ্রঝড় ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, প্রাক-বর্ষার সময় এ ধরনের আবহাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তবে এবারের ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাতের তীব্রতা বেশি হতে পারে। তাই সাধারণ মানুষকে অপ্রয়োজনীয় বাইরে বের না হওয়া, খোলা জায়গা এড়িয়ে চলা এবং সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, কমলা সতকর্তা ঘিরে আগামী দু’দিন অস্থির আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে চলেছে ত্রিপুরা।

কালবৈশাখীর তান্ডবে ব্যাপক

● প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ মহেশপুর এলাকায় প্রশান্ত দেবের দোকান ঘরের উপর একটি বিশাল আমগাছ ভেঙে পড়ে, এতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন তিনি। একই পঞ্চায়েতের রত্না দেবীর বাড়ির উপর ভেঙে পড়ে বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন একটি বহু পুরনো গাছ। খবর পেয়ে সোমবার সকালে বনদপ্তরের মহকুমা আধিকারিক সহ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাছ সরানোর কাজ শুরু করেন।

এছাড়াও কাঠালিয়া পঞ্চায়েত এলাকার সাধন দাসের একটি ঘর ঝড়ের দাপটে উড়ে গিয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আম্মা মুরা গ্রামে দরিদ্র বাসন্তী ত্রিপুরার বসতঘরের টিনের চালা সম্পূর্ণ উড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে এবং বহু পরিবার এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে রবিবার বিকেল থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে তেমন কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, ফলে দুর্ভোগ আরও বাড়ছে।

এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমায় রবিবার (২৬ এপ্রিল) সন্ধ্যায় আছড়ে পড়া কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে এলাকার একাধিক পানবাগান। ঝড়ের তীব্র দমকা হাওয়া ও বৃষ্টিতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বটতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের পানচাষীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পানচাষী অর্জুন দে’র বাগান প্রায় সম্পূর্ণভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। একইভাবে চাষী দিলীপ দাসের পানবাগানেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু কষ্টে গড়ে তোলা তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন মুহূর্তের ঝড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের ক্ষতির কথা জানাতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অর্জুন দে। তিনি বলেন, “ঝড়ের কয়েক মিনিটেই সব শেষ হয়ে গেল, এখন কীভাবে সংসার চলবে বুঝতে পারছি না।” অন্যদিকে দিলীপ দাসও একই সুরে জানান, “বাগানটাই ছিল একমাত্র ভরসা, এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছি।”

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুই চাষীই ত্রিপুরা সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন। তাদের দাবি, দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না হলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

এদিকে, স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের আশা, দ্রুত সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে সরকার।

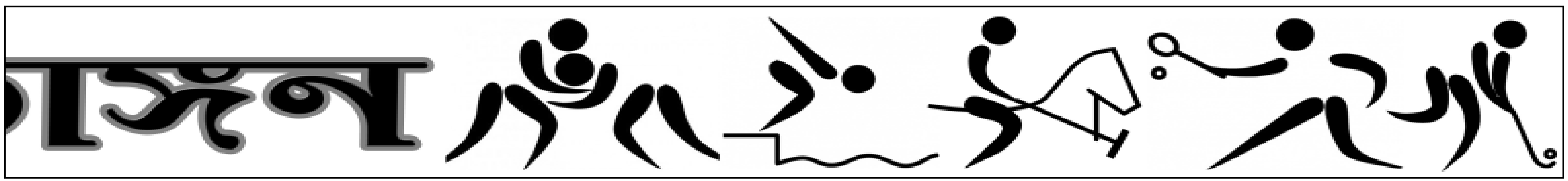

এবারও ত্রিপুরাকে হারিয়ে নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপে আসাম চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাইজিং কাপ এবারও আসামের ঘরে। দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত নর্থ ইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আয়োজক আসাম এবারও চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে। গত বছরের মতো ত্রিপুরা দলকে এ বছরও রানার্স আপ খেতাবে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডি এল এস মেথডে ১১ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করে আসাম এবারও নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ জিতে নিয়েছে। গুয়াহাটির জাজেস ফিল্ডে বেলা দশটায় ম্যাচ শুরুতে আয়োজক আসাম প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। নির্ধারিত ৩৫ ওভার শেষ হওয়ার এক বল বাকি থাকতে ১৭৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অঙ্কিতা ছেত্রী সর্বাধিক ৪০ রান পায়। অঙ্কিতা ৩৯ টি বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪০ রান পায়। এছাড়া, দলনেত্রী আরাধ্যা দত্ত পেয়েছে ৩৭ রান। ত্রিপুরার বোলার দিয়া সরকার ৩৯ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, পূর্বা চৌধুরী, রিমশা কর্মকার, ঋদ্ধি নমঃ ও অলঙ্কৃতা সাহা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। টিম ত্রিপুরা পাল্টা ব্যাট করতে নামলে বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে থাকার কারণে খেলার পরিসর কমিয়ে আনা হয়েছিল। ত্রিপুরার সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল ৬৩ রানের, ১৫ ওভারের মধ্যে। ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা ২ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১৫ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা সূত্রধর অপরাজিত ভূমিকায় ২৪ রান সংগ্রহ করে। কৃষ্টিনা রেমা পেয়েছে ১৪ রান। সায়ন্তিকা সূত্রধর ও মহাশ্বেতা দাসের ব্যাট থেকেব্যবহৃত বল অনুযায়ী আরও একটু বেশি রান এলেই খেলার ফলাফল ব্যতিক্রমী হতো। আসাম ডিএলএস মেথডে ১১ রানে জয় ছিনিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ জিতে নিয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে অঙ্কিতা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ক্রিকেটের ফাইনালে আজ স্ফুলিঙ্গ - জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেতাবি লড়াইয়ে আগামীকাল স্ফুলিঙ্গ খেলবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ফাইনালে। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশন। ৮ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া ১৪ দলীয় এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আগামীকাল ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে তা শেষ হচ্ছে। টি আই টি গ্রাউন্ডে সকাল দশটা থেকে আগামীকাল (মঙ্গলবার) ঘরোয়া সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় স্ফুলিঙ্গ ও জেসিসি-র ম্যাচে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব আট উইকেটের ব্যবধানে স্ফুলিঙ্গ কে পরাজিত করেছিল। ওই ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ১৯ ওভার ১ বল খেলে ১১৫ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ১২ ওভার ৫ বল খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নিয়েছিল। গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন জেসিসি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পোলস্টার ক্লাব কে ৬ উইকেট এর ব্যবধানে এবং সেমিফাইনাল ম্যাচে দুই রানের ব্যবধানে শতদল সংঘ কে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অপরদিকে গ্রুপ বি তে রানার্স আপ স্ফুলিঙ্গ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ওল্ড প্লে সেন্টারকে বত্রিশ রানে এবং সেমিফাইনাল ম্যাচে তিন রানের ব্যবধানে শক্তিশালী ব্লাড মাউথ ক্লাব কে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

অগ্নিমূল্য ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিট ফিফাকে তুলোধোনা গুয়ার্দিওলার

ফুটবল বিশ্বকাপ যত কাছে আসছে, তত একের পর এক বিতর্কে বিদ্ধ হচ্ছে ফিফা। বিশ্বকাপের খেলার টিকিটের অগ্নিমূল্য, টুর্নামেন্ট চলাকালীন বাস-ট্রেনের আকাশছোঁয়া ভাড়া, সমস্ত কিছু তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ছে। আর সেই সমালোচনা-নামায় নবতম সংযোজন বিশেষভাবে সক্ষমদের ক্ষেত্রে 'কেয়ারগিভার'-এর টিকিটের অভাব।

শনিবারই ফিফাকে বিশ্বকাপের টিকিটের দাম নিয়ে দুরমুশ করে ছেড়ে দিয়েছেন বরেণ্য কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ এ দিন ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সমর্থকদের কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে ফিফা। বলেছেন, ''বহু বছর আগে বিশ্বকাপ ছিল ফুটবলকে উপভোগ করার মঞ্চ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমর্থকরা আসতেন, নিজের প্রিয় দলকে সমর্থন করতে। কিন্তু আধুনিক যুগে ফুটবল বিত্তশালীদের খেলায় পরিণত হয়েছে। মনে রাখা উচিত, সমর্থকরা না থাকলে কিন্তু খেলাটাও থাকবে না। ফুটবলকে নিয়ে এ সমস্ত ব্যবসাপত্র কিছুই টিকবে না।''

যা নিঃসন্দেহে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর অস্বস্তি শতগুণ বাড়াবে। তার উপর বিলেতের এক সংবাদপত্র বিস্তর অনুসন্ধান চালিয়ে ফিফার আয়োজনে একরাশ ভুলভ্রান্তি খুঁজে বার করেছে। যা পরপর নিচে তুলে দেওয়া হল:

১. যাঁরা হুইলচেয়ারে করে খেলা দেখতে আসবেন, তাঁরা নিজেদের টিকিট কেটে ফেললেও, কেয়ারগিভারদের টিকিট কিনতে পারছেন না।

২. কেয়ারগিভার কিংবা কম্প্যানিয়ন টিকিট বিশেষভাবে সক্ষম সমর্থকরা কিনলেও, তাঁরা যে পাশেই বসবেন, সেই ব্যাপারে কোনও রকম নিশ্চয়তা দিতে পারেনি ফিফা।

৩. হুইলচেয়ার এবং অ্যাকসেসেবল সিটিংয়ের টিকিটের দাম সাধারণ টিকিটের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

গত বছরই ফিফার 'অ্যাকসেসেবল টিকিট' নীতি প্রবল বিষোদগারের মুখে পড়েছিল। কারণ, এর আগে বিশেষভাবে সক্ষম দর্শকদের কখনওই 'কম্প্যানিয়ন টিকিট' বা 'কেয়ারগিভার টিকিট' কিনতে হত না। সেটা তাঁরা বিনামূল্যে পেতেন। কিন্তু এবার সেই উপায় নেই। এবার বিশেষভাবে সক্ষম সমর্থকদের নিজেদের তো বটেই। কেয়ারগিভারদের টিকিটও চড়া দামে কিনতে হবে। চার বছর আগে কাতার বিশ্বকাপে বিশেষভাবে সক্ষম সমর্থকদের টিকিটের দাম ছিল দশ ডলার। এবার সেটা বেড়ে হয়েছে একশো চল্লিশ থেকে চারশো পঞ্চাশ ডলার! অর্থাৎ, চার বছর আগের চেয়ে প্রায় আটত্রিশগুণ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে তাঁদের।

পেপ গুয়ার্দিওয়লা কতটা ঠিক বলেছেন, এবার বোঝা যাচ্ছে?

কেকেআর ম্যাচে বিতর্ক রঘুবংশীর রান আউটে নাটক!

রবিবার কলকাতা বনাম লখনউ ম্যাচে বিতর্ক তৈরি হল অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর রান আউটকে কেন্দ্র করে। তাঁকে তৃতীয় আম্পায়ার 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড' আউট দেন। অঙ্গকৃশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইচ্ছা করে বলের সামনে এসেছিলেন, যাতে বল উইকেটে না লাগে। যদিও এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি তরুণ ব্যাটার। আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করা ছাড়াও সাজঘরে ফিরে এমন আচরণ করে যাতে তাঁর শাস্তি হতে পারে।

পঞ্চম ওভারের শেষ বলে ঘটনাটি ঘটে। প্রিন্স যাদবের বল মিড অনের দিকে ঠেলে রান নিতে ছুটেছিলেন অঙ্গকৃশ। তিনি কিছুটা দৌড়ে আসার পর ফেরত পাঠান ক্যামেরন গ্রিন। অঙ্গকৃশ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রিজের দিকে ছুটতে শুরু করেন। শেষ মুহূর্তে ডাইভ দেন। তার আগেই মহম্মদ শামির থ্রো তাঁর পায়ে লাগে।

এর পরেই শামি-সহ লখনউয়ের ক্রিকেটারেরা আবেদন করতে থাকেন যে, ইচ্ছা করে বলের সামনে এসে রান আউট থেকে বাঁচতে চেয়েছেন অঙ্গকৃশ। অন-ফিল্ড আম্পায়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার দেন তৃতীয় আম্পায়ারকে। তৃতীয় আম্পায়ার জানান, ক্রিজে ফেরার আগে নিজের গতিপথ বদল করেন অঙ্গকৃশ। বৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে ক্রিজে ফেরার চেষ্টা করেন। সেই সময় তাঁর চোখও ছিল বলের দিকে। ফলে তিনি যে ইচ্ছা করে বলের সামনে আসার চেষ্টা করেছেন সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে সব বিবেচনা করেই তাঁকে আউট দেওয়া হয়।

অঙ্গকৃশ এই সিদ্ধান্তে একেবারেই খুশি হতে পারেননি। কিছু ক্ষণ মাঠের আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করেন। সাজঘরে ফেরার সময় মাটিতে সজোরে ব্যাট আছড়াতে দেখা যায় তাঁকে। ছুড়ে ফেলে দেন গ্লাভসও। ডাগআউটে বসে থাকা কোচ অভিষেক নায়ার এবং সহকারী কোচ শেন ওয়াটসনও এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করতে পারেননি। পরে অভিষেককে দেখা যায় হাত-পা নেড়ে উত্তেজিত ভাবে চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলতে। তবে লাভের লাভ কিছুই হয়নি।

আইপিএলের মঝেই গলি ক্রিকেটে আরসিবি তারকারা

সোমবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। তার আগে হালকা মেজাজে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দুই তারকা। রাজধানীর রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে দেখা গেল আরসিবি'র দুই বিদেশি ক্রিকেটার টিম ডেভিড এবং রোমারিও শেফার্ডকে। যার ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লির রোদ মাথায় নিয়েই স্থানীয়দের সঙ্গে ব্যাট হাতে নেমে পড়েছেন ডেভিড ও শেফার্ড। কখনও বড় শট খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। কখনও হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছেন দুই ক্রিকেটার। সব মিলিয়ে ম্যাচের আগে একেবারে ফুরফুরে মেজাজে ধরা দিলেন আরসিবি তারকারা। সোশাল মিডিয়ায় দাবি, ঘটনাটি সম্ভবত বসন্তকুঞ্জ এলাকার আশপাশে।

টিম ডেভিডকে দেখা গেল স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বল উড়িয়ে দিতে। শেফার্ডও কম গেলেন না। তিনিও হাঁকান একাধিক জোরাল শট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের এভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে গলি ক্রিকেট খেলতে দেখে উচ্ছ্বসিত নেটিজেনরা। এক নেটাগরিক লিখেছেন, 'বিদেশি তারকারা গলি ক্রিকেট খেলছেন! এটাই ভারতের ক্রিকেট সংস্কৃতির আসল ছবি।' আরেকজনের মন্তব্য, 'ওরা তো একেবারে পাড়ার ছেলের মতো মিশে গেল!' অন্য নেট নাগরিকের কথায়, 'আইপিএলের আসল সৌন্দর্য এটাই। তারকা ক্রিকেটাররাও এখানে মাটির মানুষ।'

আরসিবি দলে ডেভিড ও শেফার্ড দু'জনেই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মিডল অর্ডারে তাঁদের বিস্ফোরক ব্যাটিং বহুবার দলকে জয়ের রাস্তা দেখিয়েছে। গত মরশুমেও শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল এই জুটির। অক্ষর প্যাটেলের দিল্লির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আগের ম্যাচে হেরে গিয়েছিল আরসিবি। হারের বদলা নিতে মরিয়া বেঙ্গালুরু। ম্যাচের আগে গলি ক্রিকেটের উষ্ণতায় ব্যাট ঝালিয়ে নেওয়া ডেভিড-শেফার্ড জুটি আবারও ম্যাচে বড় ভূমিকা নেবেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

নেতৃত্বে অষ্টরম্ভা! 'রিয়ানকে নিয়ে ভাবার সময় এসেছে রাজস্থানের', বিস্ফোরক শেহওয়াগ

ব্যাটে এবং নেতৃত্বে অষ্টরম্ভা! এবার রিয়ান পরাগের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। বড় রান তুলেও জিততে পারছে না রাজস্থান রয়্যালস। এর নেপথ্যে রিয়ানের নেতৃত্ব! একেবারেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না যিনি। বীরুর সাফ বক্তব্য, রিয়ানের অধিনায়কত্ব নিয়ে এবার ভাবার সময় এসেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির।

জয়পুরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্যাট কামিন্সের বলে মাত্র ৭ রানে আউট হন পরাগ। যদিও রাজস্থান তোলে ২২৮ রান। ন'বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেট হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষানরা। এরপরেই রিয়ান পরাগের নেতৃত্বের সমালোচনা করেন শেহওয়াগ। বিশেষ করে দলের দুই প্রধান স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা ও রবি বিষ্ণোইকে মাত্র এক ওভার বোলিং দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে শেহওয়াগ বলেন, ''রিয়ান পরাগের অধিনায়কত্ব নিয়ে ভাবার সময় এসেছে রাজস্থানের। ওরা ২৫ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। দেখতে হবে, পরাগ আদৌ এর যোগ্য কি না।'' স্পিনারদের ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ''জাদেজা আর বিষ্ণোইকে মাত্র এক ওভার করে বল করানো হয়েছে। আরও এক-দু'ওভার দিলে ওরাই উইকেট এনে দিতে পারত। এক ওভার দিলে কে উইকেট নেবে?''

মরশুম শুরুর আগে কোচ কুমার সঙ্গকারার নেতৃত্বে অধিনায়ক বাছাই প্রক্রিয়ায় যশস্বী জয়সওয়াল ও জাদেজার মতো ক্রিকেটারদের নামও ভাবা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় পরাগকে। কেবল অধিনায়কত্ব নয়, ব্যাট হাতেও তাঁর পারফরম্যান্স হতাশাজনক। আট ম্যাচে করেছেন মাত্র ৮৮ রান। সর্বোচ্চ ২০। গড় ১২.৫৭। স্ট্রাইক রেট ১১৩-র নিচে। শেহওয়াগ আরও বলেন, ''একজন ব্যাটার হিসাবে যদি আমি অধিনায়ক হই এবং রান না পাই, তাহলে নেতৃত্বেও তার প্রভাব পড়ে। কারণ সেই সময় নিজের রান নিয়েই ভাবতে থাকে ক্রিকেটাররা।''

উল্লেখ্য, এই ম্যাচে রাজস্থানের হয়ে বৈভব সূর্যবংশী ১০৩ ও ধ্রুব জুরেল ৫১ রান করলেও বাকিরা বড় অবদান রাখতে পারেননি। জবাবে হায়দরাবাদের হয়ে অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষানের ঝোড়ো ইনিংসে জয় নিশ্চিত হয়। এই হারে পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে নেমে গিয়েছে রাজস্থান। ২৮ এপ্রিল মুলানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে তারা।

টানা পাঁচ হারে 'লাস্ট বয়' লখনউ, দলকে গাড্ডায় ফেলে 'বিরতি' চাইছেন অধিনায়ক পন্থ

আট ম্যাচে মাত্র দুই জয়। এর মধ্যে টানা পাঁচ ম্যাচ একেবারে 'লাস্ট বয়' লখনউ সুপার জায়ান্টস। ম্যাচের পর এলএসজি অধিনায়ক ঋষভ পন্থ জানিয়ে দিলেন, 'ব্রেক দরকার'। এর পরেই প্রশ্ন ওঠে, ম্যাচ হারের হতাশায় কি বিপর্যস্ত ২৭ কোটির তারকা? প্রশ্ন নিরর্থক নয়। কারণ, তাঁর নেতৃত্বও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

লো-স্কোরিং ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে কেকেআর তোলে ১৫৫/৭। কোণঠাসা অবস্থায় দলের হাল ধরেন রিঙ্কু সিং। তাঁর দুরন্ত ৮৩ রানেই সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছায় নাইটরা। জবাবে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে ম্যাচ গড়ায়। ম্যাচের ২০তম ওভারে লখনউয়ের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৭ রান। ওই ওভারে অনভিজ্ঞ কার্তিক ত্যাগীর সাদামাটা বোলিং নাইটদের মুশকিলে ফেলে। চাপের মুহূর্তে দু'টি নো বল-সহ দুর্বল লাইন লেংথে বোলিং খুব সহজেই পড়ে ফেলেছিলেন মহম্মদ শামি। শেষ বলে তিনি ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ নিয়ে যান সুপার ওভারে।

সুপার ওভারে ছিল আলাদা টুইস্ট! মাত্র তিন বলেই প্রতিপক্ষের দুই ব্যাটারকে আউট করেন সুনীল নারিন। ২ রানের লক্ষ্য প্রথম বলে চার মেরে পূরণ করেন রিঙ্কু সিং। ম্যাচ শেষে পন্থ বলেন, "আমাদের একটা বিরতি দরকার। একটু সতেজ হয়ে ফিরতে হবে। চাপ তো থাকবেই, কিন্তু উত্তর খুঁজতে হবে নিজেদেরই। নতুন করে ভাবতে হবে। তবে এটা একজন বা দু'জনের বিষয় নয়। পুরো দলকেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রত্যেককে নিজেদের গুরুত্ব বুঝতে হবে।"

সুপার ওভারে ফর্মে না থাকা নিকোলাস পুরানকে পাঠানো নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। অমন একটা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে অফ ফর্মে থাকা ব্যাটারকে কেন পাঠানো হল? পন্থ বলেন, ''নিকি পি-কে পাঠানো দলগত সিদ্ধান্ত। ও হয়তো ফর্মে নেই। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে আপনার খেলোয়াড়ের উপর ভরসা রাখতেই হয়।'' এছাড়া শেষ ওভারে স্পিনার দিগ্বেশ রাঠিকে আক্রমণে আনার সিদ্ধান্তও সমালোচিত হয়। সেই ওভারে টানা চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন রিঙ্কু। পন্থের মন্তব্য, ''কখনও কখনও বোলারদের কঠিন ওভার করতেই হয়।''

অনূর্ধ ১৬ অস্মিতা ফুটবল লীগের ফাইনালে আজ স্পোর্টস স্কুল-খুম্পুই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শিরোপা দখলের লড়াইয়ে আগামীকাল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পানিসাগর খেলবে খুম্পুই একাডেমীর বিরুদ্ধে। অনূর্ধ ১৬ অস্মিতা ফুটবল লীগ টুর্নামেন্টের ফাইনালে। আয়োজক ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন। ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া ৬ দলীয় এই লীগ কাম নকআউট টুর্নামেন্ট আগামীকাল ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে তা শেষ হচ্ছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা তিনটায় আগামীকাল (মঙ্গলবার) এই অনূর্ধ ১৬ অস্মিতা ফুটবল লীগ টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পানিসাগর এবং খুম্পুই একাডেমি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, গ্রুপ লীগ পর্যায়ের শেষ দিনের খেলায় আজ, গ্রুপ-এ থেকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পানিসাগর ১০-০ গোলের বড় ব্যবধানে হাপানিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতির নিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পানিসাগর ৬-০ গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। এদিকে বিকেলের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় খুমপুই একাডেমী ও বৈশ্যমনি পাড়া স্পোর্টস সোসাইটির মধ্যে ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ম্যাচে খুমপুই একাডেমি ৪-০ গোলে নবোদয় সংঘ কে পরাজিত করেছিল। খুমপুই একাডেমী ও বৈশ্য মনিপাড়া স্পোর্টস সোসাইটি গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় পয়েন্টের তালিকায় সমান হলেও গোল ব্যবধানে নিরিখে খুম্পুই একাডেমী ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

২৩ গোল মোহনবাগানের!

সাব জুনিয়র লিগে বুধবার মহমেডানকে ২৩-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলে এত বড় ব্যবধানে অতীতে কোনও দল জিতেছে কি না, তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না। বুধবারের ম্যাচে একাই আট গোল করেছে অনুব্রত বাউল দাস। ছ'টি গোল করেছে দর্পণ হাতিবড়ুয়া।প্রথম মিনিটে দর্পণের গোল দিয়ে শুরু। এর পর নিয়মিত ব্যবধানে গোল করেছে মোহনবাগান। প্রথমার্ধে তারা এগিয়ে যায় ১৩-০ ব্যবধানে। অনুব্রত করে পাঁচটি গোল। দর্পণও প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে।মহমেডানের ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা নেই, এ কথা জানা সত্ত্বেও দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের আগ্রাসনের কোনও কমতি দেখা যায়নি।

ধোনিকে ছাপিয়ে গেলেন কেকেআরের জয়ের নায়ক, অল্পের জন্য ছোঁয়া হল না রাসেলকে

সঙ্কটমোচন রিঙ্কু! লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয়ের পর রিঙ্কু সিংহকে এই নামেই ডাকেন হর্ষ ভোগলে। রিঙ্কু তা হেসে উড়িয়ে দিলেও তিনিই যে কেকেআরকে জিতিয়েছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫১ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের ইনিংস খেলেছেন রিঙ্কু। এই ইনিংস খেলে রেকর্ড গড়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটার।

আইপিএলে প্রথম ইনিংসে ছয় বা তার নীচে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রানের ইনিংস খেলেছেন রিঙ্কু। লখনউয়ের বিরুদ্ধে তিনি করেছেন ৫১ বলে অপরাজিত ৮৩ রান। এটিই নতুন রেকর্ড। এর আগে এই রেকর্ড ছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দখলে। ২০১১ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৪০ বলে অপরাজিত ৭০ রান করেছিলেন ধোনি। ১৫ বছর ধরে সেটিই রেকর্ড ছিল। সেই রেকর্ড ভেঙেছেন কেকেআরের ব্যাটার। এই তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন দীনেশ কার্তিক। ২০১০ সালে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৬৯ রান করেছিলেন তিনি। চার নম্বরে শার্দূল ঠাকুর। কেকেআরের হয়েই ২০২৩ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৬৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি।

ভারতীয় ও বিদেশি ব্যাটারদের মধ্যে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ছয় বা তার নীচে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান করেছেন রিঙ্কু। তাঁর উপরে শুধু রয়েছেন আন্দ্রে রাসেল। ২০১৮ সালে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৮৮ রান করেছিলেন তিনি। রিঙ্কু করেছেন অপরাজিত ৮৩ রান।

আইপিএলের ইতিহাসে দুই ইনিংস মিলিয়ে ছয় বা তাঁর নীচে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় সর্বাধিক রান করেছেন রিঙ্কু। এই তালিকায় শীর্ষে হার্দিক পাণ্ড্য। ২০১৯ সালে কেকেআরের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে ৯১ রান করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রাসেল (৮৮ রান)। তিন নম্বরে জিতেশ শর্মা (৮৫ রান)। চারে রয়েছেন ধোনি (৮৪ রান)। সেই ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছেন কেকেআরের ব্যাটার। পাঁচ নম্বরে রয়েছে রিঙ্কুর ৮৩ রানের ইনিংস।

অভিষেকের তাণ্ডবে পঞ্জাবের কাছে ১১২ রানে হার বাংলার

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির তৃতীয় ম্যাচে পঞ্জাবের কাছে ১১২ রানে হেরে গেল বাংলা। কাজে এল না অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের ৬৬ বলে ১৩০ রানের অপরাজিত ইনিংস। জঘন্য ব্যাটিং-বোলিংয়ের মাশুল দিল বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে পঞ্জাব করে ৫ উইকেটে ৩১০। জবাবে বাংলার ইনিংস শেষ হয় ৯ উইকেটে ১৯৮ রানে।

পঞ্জাবের জয়ে মুখ্য ভূমিকা নিলেন অধিনায়ক অভিষেক শর্মা। ৫২ বলে ১৪৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর এই ইনিংসের সুবাদেই ৩০০ পেরিয়ে যায় পঞ্জাবের ইনিংস। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ৮টি চার এবং ১৬টি ছক্কা। ভারতীয় দলের দুই বোলার মহম্মদ শামি, আকাশ দীপদের বল মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন অনায়াসে। রেয়াত করেননি সক্ষম চৌধুরী, শাহবাজ আহমেদ, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, করণ লালদের মতো বাংলার অন্য বোলারদেরও। এ দিন অভিষেক ৩২ বলে শতরান পূর্ণ করেন। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে চতুর্থ দ্রুততম। ১২ বলে পূর্ণ করেন অর্ধশতরান।

অভিষেক ছাড়াও ভাল ব্যাট করেছেন পঞ্জাবের অপর ওপেনার প্রভশিমরন সিংহ। তিনি ৮টি চার এবং ৪টি ছক্কার সাহায্যে করেন ৩৫ বলে ৭০ রান। প্রথম উইকেটের জুটিতে ১২.৩ ওভারে পঞ্জাব করে ২০৫ রান। এ ছাড়া রমনদীপ সিংহ করেন ১৫ বলে ৩৯। ২টি চার এবং ৪টি ছয় মেরেছেন তিনি। সনভীর সিংহ করেন ৯ বলে ২২। ২টি করে চার এবং ছক্কা এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে।

বাংলার কোনও বোলারই নিজের সুমান অনুযায়ী বল করতে পারেননি। শামি ৪ ওভারে ৬১ রান দিয়ে ১ উইকেট পেয়েছেন। আকাশ ৪ ওভারে ৫৫ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন। সক্ষমের ২ ওভারে ৩৫ রানে ১ উইকেট। ঋত্বিক ৪ ওভারে খরচ করেছেন ৬৭ রান। ১ ওভারে ২১ রান দিয়েছেন করণ। ২ ওভারে ২৭ রান দিয়েছেন শাহবাজ। ৩ ওভারে ৪১ রান দিয়ে ১ উইকেট প্রদীপ্ত প্রামাণিকের।

জয়ের জন্য ৩১১ রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসের শুরু থেকেই চাপে ছিল বাংলা। ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বাংলা। অধিনায়ক ঈশ্বরণ ছাড়া কোনও ব্যাটার ২২ গজে দাঁড়াতেই পারেননি। পর পর আউট হয়েছেন অভিষেক পোড়েল (৬), করণ (১), শাহবাজ (০), সুদীপ কুমার ঘরামি (৪), হাবিব গান্ধী (১), ঋত্বিক (১), সক্ষম (২), প্রদীপ্তেরা (৯)। তিন নম্বরে নেমে ২২ গজের অন্য প্রান্ত একা আগলে রেখেছিলেন ঈশ্বরণ। কিন্তু কোনও সতীর্থের থেকেই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাননি। ঈশ্বরণের ১৩০ বলের অপরাজিত ইনিংসে রয়েছে ১৩টি চার এবং ৮টি ছক্কা। শেষ দিকে আকাশ অবশ্য অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করেন। ৭ বলে ৩১ রান করেন পাঁচটি ছয়ের সাহায্যে। ততক্ষণে অবশ্য বাংলার পরাজয় নিশ্চিত হয়েছিল। শেষে ঈশ্বরণের সঙ্গে অপরাজিত ছিলেন শামি (৬)।

পঞ্জাবের সফলতম বোলার হরপ্রীত ব্রার ২৩ রানে ৪ উইকেট নেন। ১৯ রানে ২ উইকেট নেহাল ওয়াধেরার। ৪০ রানে ২ উইকেট গুরনুর ব্রারের। ৫০ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন অভিষেক। পঞ্জাবের হয়ে বোলিং আক্রমণ শুরু করেন তিনিই।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচারের শেষলগ্নে ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা।

বাস ও বাইকের সংঘর্ষে আহত যুবক, বিশৃঙ্খল পার্কিং নিয়ে ক্ষোভ

শান্তিরবাজার ২৭ এপ্রিল: সোমবার শান্তিরবাজারের বিজেপি পার্টি অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বাস ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন এক যুবক। আহতের নাম ত্রিজিৎ মালাকার (২২)। তিনি শান্তিরবাজার পুরাতন হাসপাতাল রোড এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে, টিআর০১ভকিউভ ৬৮৯৪ নম্বরের একটি বাইক এবং টিআর০১- সি -১৪১৬ নম্বরের একটি বাসের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আগরতলা থেকে সাব্রুমগামী বাসটি যাত্রী তুলতে হঠাৎ করে রাস্তার মাঝে থেমে পড়ে। এতে পিছন থেকে আসা বাইক চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারেন। সংঘর্ষের জেরে বাইক আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহত যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শান্তিরবাজার এলাকায় দীর্ঘদিনের একটি সমস্যার দিকেই আঙুল তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, এলাকায় কোনও নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড না থাকায় আগরতলা-সাব্রুম রুটের বাসগুলি যত্রতত্র দাঁড় করানো হয়, ফলে প্রায়শই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়।

স্থানীয়দের মতে, আজকের দুর্ঘটনাটিও এই অনিয়মিত পার্কিংয়ের ফল। তারা অবিলম্বে নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড নির্ধারণ এবং পরিবহন দপ্তরের সক্রিয় হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। অভিজ্ঞ মহলের মতে, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনার পর প্রশাসন কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থ আদায়ের অভিযোগ, পূর্ব থানায় ডেপুটেশন অটো শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ তুলে সোমবার আগরতলার পূর্ব থানায় ডেপুটেশন জমা দিল অটো শ্রমিকরা। ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা অটোরিকশা ইলেকট্রিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এই ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

অভিযোগ, ট্রাফিক ইন্সপেক্ট মুক্তা ঘোষ প্রতিদিন অটো শ্রমিকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করছেন, যার ফলে শ্রমিকরা চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন। এদিন ভারতীয় মজদুর সংঘের পশ্চিম জেলা প্রভারি লিটন পাল জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই অনিয়ম চলায় শ্রমিকরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এবং বাধ্য হয়েই থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

ডেপুটেশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

২০২৭ আদমশুমারি নিয়ে কর্মশালা

ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে জনগণনা ঃ ডিসিও

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: প্রজ্ঞা ভবনে ২০২৭ সালের আদমশুমারির প্রথম পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে একদিনের রাজ্যস্তরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার ডিরেক্টর অব সেনসাস অপারেশন (ডিসিও) রতন বিশ্বাস, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস অফ দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেনসাস কমিশনার-এর ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল সুভাষ দাসগুপ্ত সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে জনগণনার প্রথম পর্যায় কীভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে, তার বিস্তারিত পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা। সভায় রাজ্যের সব জেলার ডিএম, এডিএম, এসডিএম সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। জানা গেছে, এবারের জনগণনায় প্রায় ১১ হাজার কর্মী নিয়োজিত থাকবেন এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হবে আগামী ১৭ জুলাই থেকে, যা চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এরপর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে ১ আগস্ট থেকে এবং তা চলবে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত, মোট ৪৫ দিনব্যাপী এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

কর্মশালায় বাড়ির তালিকাভুক্তি ও হাউজিং সেনসাস সংক্রান্ত প্রথম পর্যায়ের কাজ, জনগণনার সামগ্রিক প্রক্রিয়া, প্রশ্নপত্রের কাঠামো এবং ডিজিটাল টুলস ব্যবহারের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এছাড়াও এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং স্ব-গণনার পদ্ধতি নিয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

রাজ্যে জনগণনা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি, কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, তহবিল বিতরণ, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কাজের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ, আন্তঃসংস্থা সমন্বয় এবং জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচার কার্যক্রমের ওপরও জোর দেওয়া হয়। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এবারের জনগণনাকে আরও নির্ভুল, স্বচ্ছ এবং দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে খিলপাড়া সিএনজি স্টেশনে পরিষেবা বন্ধ, অবরোধে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ এপ্রিল: উদয়পুরের খিলপাড়া এলাকায় প্রায় চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হন সিএনজি গাড়ির চালকরা। সোমবার বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ এই ঘটনাকে

কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে খিলপাড়া সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বহু সিএনজি গাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও পরিষেবা না পেয়ে সমস্যায় পড়েন চালকরা। এতে ক্ষোভ বাড়তে থাকলে তারা রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল হন।

অবরোধের জেরে এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায় এবং অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেয়।

প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ চলার পর উদয়পুর বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে সিএনজি স্টেশনের ট্রান্সফরমারের মেরামতির কাজ শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় এবং বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

উল্লেখ্য, খিলপাড়া সিএনজি স্টেশন চালু হওয়ার পর থেকেই ট্রান্সফরমার সংক্রান্ত সমস্যা মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও বিষয়টি স্টেশন কর্তৃপক্ষের নজরে রয়েছে, তবুও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। চালকদের দাবি, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সমস্যার পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য দ্রুত স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে সিপিএমের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: কাটাখালের পাড়ে বসবাসকারী পরিবারগুলির উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে সোমবার আগরতলার সদর মহকুমা শাসকের (এসডিএম) দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করে সিপিআই(এম)-এর সদর মহকুমা কমিটি।

তবে মহকুমা শাসককে না পেয়ে অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন দলের প্রতিনিধিরা।

ডেপুটেশনে সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, নোটিশপ্রাপ্ত গরিব পরিবারগুলিকে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কোনোভাবেই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চালানো যাবে না। তাদের অভিযোগ, পুনর্বাসনের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই প্রশাসন উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে, যা মানবিক নয়।

উল্লেখ্য, কাটাখালের পাড়ে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের এলাকা খালি করার জন্য প্রশাসনের তরফে নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং গতকাল ছিল তার শেষ সময়সীমা।

এর প্রতিবাদে রবিবার অভয়নগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে পুনর্বাসনের দাবি তোলেন।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সিপিআই(এম)-এর সদর মহকুমা কমিটি এদিন ডেপুটেশন প্রদান করে।

এখন প্রশাসন কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

আগরতলায় ইসকনের উদ্যোগে রাধাগোপিনাথের নৌ-বিহার মহামহোৎসব, ভক্তদের ভিড়

আগরতলা, ২৭এপ্রিল: আগরতলাস্থিত ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাজবাড়ীর সুবিশাল দিঘিতে গত বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপিত হল শ্রীশ্রী রাধাগোপিনাথের নৌ-বিহার মহামহোৎসব।

এদিন অগণিত ভক্তের উপস্থিতিতে হরিনাম সংকীর্তন, নৃত্য ও ভক্তিগীতির মধ্য দিয়ে উৎসবটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ভগবানের নৌকা-বিহার, যেখানে ১০৮টিরও বেশি রকমারি ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন ভগবানকে নিবেদন করা হয়।

সনাতন ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয় এই নৌ-বিহার বা চন্দন যাত্রা, যা টানা ২১ দিন ধরে চলে। সেই উপলক্ষেই ইসকনের পক্ষ থেকে আগরতলায় এই মহোৎসবের আয়োজন করা হয়।

উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরবাসীর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভক্তদের মতে, এই ধরনের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তারা এক অনন্য শান্তি ও আনন্দের অনুভূতি লাভ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

জগন্নাথ বাড়ির সামনে ট্রান্সফরমারে অগ্নিকাণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা পথচারীরা

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: শহরের জগন্নাথ বাড়ির সামনে হঠাৎ একটি ট্রান্সফরমারে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এদিন হঠাৎই ট্রান্সফরমার থেকে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।

ঘটনায় আশপাশের এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী পথচারীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে নেমে পড়েন। তাদের তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

বিএসএফ-পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল : গতকাল গভীর রাতে সোনামুড়া থানাধীন চারটি কুলুবাড়ি, এনসিনগর, দুর্গাপুর এবং শ্রীমন্তপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন গভীর জঙ্গল এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ ও বিএসএফ।

জানা গিয়েছে, ওই অভিযানে অংশ নেয় বিএসএফের ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান এবং সোনামুড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৩৩ কেজি শুকনো গাঁজা, ১৩০ বোতল নেশাজাতীয় এসকফ সিরাপ এবং প্রায় চার হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এই মাদকদ্রব্যগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তবর্তী জঙ্গলে মজুত করে রাখা হয়েছিল। তবে সময়মতো নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় পাচারচক্রের এই চোরা চালান ভেস্তে যায়।

এ বিষয়ে সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস জানান, উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: ৩০ এপ্রিল ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার নবম অধিবেশন বসছে। এই অধিবেশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিধানসভা সচিবালয়ের পক্ষ থেকে কিছু নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য বিধানসভার পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া কোন ব্যক্তি বা যানবাহন বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে না। এছাড়াও ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য-সদস্যা, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিধানসভার কর্মীগণ বিধানসভায় প্রবেশের সময় নিরাপত্তারক্ষীগণ চাইলে বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র দেখাবেন।

ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য-সদস্যা, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিধানসভার কর্মীগণ বৈধ পাস নিয়ে মোটরকার বা অন্য কোন বাহণে করে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে তাদের সঙ্গে অন্যকেউ থাকতে পারবেনা। ব্যাগ এবং অন্য আপত্তিকর জিনিসপত্র নিয়ে কোন দর্শক, সরকারি আধিকারিক, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিধানসভার কর্মীগণ বিধানসভার ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। বিধানসভার ভেতর মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

আগরতলায় ইসকনের নৌ-বিহার

আগরতলা: ২৬ এপ্রিল: আগরতলাস্থিত ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্যোগে আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাজবাড়ীর সুবিশাল দিঘিতে গত বছরের ন্যায় এই বছরও ভব্য শ্রীশ্রী রাধাগোপিনাথের নৌ-বিহার মহামহোৎসব উদযাপন করা হয়। আজ অগণিত ভক্তদের উপস্থিতিতে হরিনাম সংকীর্তন এবং ভক্তদের নৃত্য-গীতির মাধ্যমে এই উৎসব উদযাপিত হয়। তাছাড়া আজ ভগবানের এই নৌকা বিলাস সময়ে ১০৮ টির বেশী রকমারি ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন ভগবানকে নিবেদন করা হয়।

সনাতন সংস্কৃতি অনুযায়ী অক্ষয় তৃতীয়া থেকে এই নৌ-বিহার বা চন্দন যাত্রা শুরু হয় এবং ২১ দিন পর্যন্ত এই উৎসব চলে।

ইসকনের পক্ষ থেকে আজকে আগরতলাতে এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা।

আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগরতলাবাসী এক দিব্য আনন্দ অনুভব করলেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদম বিতরণ করা হয়।

বিলোনীয়া মহকুমার নায্যমুল্যের দোকানের ডিলারদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৭ শে এপ্রিল: বিলোনীয়া মহকুমার নায্যমুল্যের দোকানের ডিলারদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অনিয়মিত পরিষেবা, ওজনে কারচুপি, ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে হয়রানীর করার নানা অভিযোগ উঠছে।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মহকুমার নিহার নগর, রাঙামুড়া, সুকান্ত নগর, মতাই, ঘোষখামার, ডিমাতলী এলাকার ১০ জন রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে তাদের শোকজ নোটিস পাঠিয়েছে। তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছে। অভিযান চালাতে গিয়ে মহকুমা প্রশাসন বিলোনীয়া শহরের কালিনগর মটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন তুলসী পেট্রোলিয়াম এজিন্সি রিটেইলস সেলস লাইসেন্স জমা না দেওয়ায় সেই বিওসি বন্ধ করে দিয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত মহকুমা খাদ্য নিয়ামক মলয় চৌধুরী জানিয়েছেন, রেশন সপ গুলি থেকে ভোক্তারা যেন সঠিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হতে হয় তার জন্য মহকুমা খাদ্য দপ্তর সদা সচেষ্ট রয়েছে। গত নভেম্বর মাসে ভারপ্রাপ্ত মহকুমা খাদ্য নিয়ামক হিসাবে মলয় চৌধুরী দ্বায়িত্ব নেওয়ার পর গণবন্টন ব্যবস্থা কে জনগণের আরো সহজলভ্য করে তুলতে তৎপরতা শুরু করেছে। মহকুমা ডিসিএম সুকান্ত দে’’কে সাথে নিয়ে বিভিন্ন রেশনসপে কোন বেনিয়ম হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখতে গিয়ে বেশকিছু রেশনসপে অনেক বেনিয়ম ধরা পড়ে। রেশন ডিলাররা তার কোন সঠিক কারন ব্যাখ্যা করতে পারেনি। বেনিয়ম পেয়ে মহকুমা খাদ্যদপ্তর এমন ১০ জন রেশন ডিলার কে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে।

ওজনে কারচুপি বন্ধ করতে প্রতিটি রেশনসপে ডিজিটেল ওজন পরিমাপ যন্ত্র দেওয়া হচ্ছে। এতে ভোক্তারা ওজনে কারচুপি করলে নিজেরাই জানতে পারবে। অভিযোগ পেলে দপ্তর তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা নেবে। বর্তমানে নায্যমূল্যের দোকানগুলিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের খাদ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে। তিনি বলেন,এখনো পর্যন্ত মোট গ্রাহকের পঞ্চাশ শতাংশ ভোক্তাদের মধ্যে পিভিসি কার্ড দেওয়া হয়েছে। ছাপাতে গিয়ে কিছু বিলম্ব হওয়াতে বাকীদের দেওয়া যাচ্ছে না। তবে খুব শীঘ্রই সব গ্রাহকদের হাতে নতুন পিভিসি কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে।

শিলাবৃষ্টিতে বিশ্রামগঞ্জের ননজলা এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, সরকারি সহায়তার দাবিতে ক্ষতিগ্রস্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল: বিশ্রামগঞ্জের ননজলা এলাকায় আকস্মিক শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক বসতঘর ও কৃষিজমি, ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিলাবৃষ্টির তীব্রতায় এলাকার বাসিন্দা রুকিয়া বেগমের বসতঘরের টিনের ছাউনি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে তার বাড়ির বড় অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি চরম অসহায় অবস্থায় পড়েছেন।

এছাড়াও, শিলাবৃষ্টির প্রভাবে এলাকার কৃষকদের ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে কৃষক পরিবারগুলিও আর্থিকভাবে বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও কৃষকরা দ্রুত সরকারি সহায়তার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাদের দাবি, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা হোক।

এসো হে বৈশাখ এসো এসো...

এডিসিতে চাকরি কেলেঙ্কারির অভিযোগে আগরতলায় বিক্ষোভ, তদন্ত ও নিয়োগের দাবিতে পথে বেকার যুবক-যুবতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: এডিসিতে চাকরি কেলেঙ্কারির অভিযোগে সোমবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হন চাকরি বঞ্চিত বেকার যুবক-যুবতীরা। অভিযোগ, অনিয়মের মাধ্যমে প্রায় ১২০ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে, অথচ যোগ্য বহু প্রার্থী এখনও বঞ্চিত রয়েছেন।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে এবং বঞ্চিতদের চাকরির দাবিতে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আন্দোলনকারীরা। তাদের দাবি, অবিলম্বে গোটা বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এদিন এডিসির নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলাকালীনই এই বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। ফলে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

অপরিশোধিত পানীয় জলে জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব, সিএমও-র কাছে সিপিআই (এম)-এর ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল : অপরিশোধিত পানীয় জলের জেরে শহরে জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। এই অভিযোগ তুলে সিএমও-র কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সিপিআই(এম)।

সিপিআইএমের এক নেতা জানান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা পানীয় জলের মান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। অভিযোগ, জল পরিশোধনের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় বহু মানুষ জন্ডিসসহ জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে সি পি আই (এম) প্রতিনিধিদল সি এম ও-র কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। তারা পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা, নিয়মিত জল পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা জোরদারের দাবি জানান।

এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas